CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 June 2022 ■ আগরতলা ১৩ জুন, ২০২২ ইং ■ ২৯ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিলেন রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ইভিএম এবং ভিপিপ্যাড সংযুক্তিকরণ সহ অন্যান্য ভোট প্রস্তুতি সম্পর্কে ভোট কর্মীদের সদরের এসডিএম অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা রবিবার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। ২৩ জুন ৬ আগরতলা এবং ৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ।

ভোট গ্রহণের জন্য ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ এর কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করে রবিবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেন সদরের তথা রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা। এদিন ভোট কর্মীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় কিভাবে ইভিএম এবং ভিপিপ্যাড সংযুক্তিকরণ করতে হবে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সদরের এসডিএম তথা রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা জানান ভোট করবো অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভোট প্রক্রিয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার লক্ষ্যে প্রিসাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভোট গ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি না হয় তা খতিয়ে দেখছেন তিনি।রিটার্নিং অফিসার অসীম সাহা আশা প্রকাশ করেছেন উপনির্বাচন পর্ব অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে।ভোট কর্মীদের সাথে এস ডি এম কিভাবে ইভি এম চালানো হয় এবং ভিভিপেট ইভি এম এর সাথে সেট করা হয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ম্যালেরিয়া কেড়ে নিল আরও এক শিশুর প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ম্যালেরিয়া কেড়ে নিলো আরও এক শিশুর প্রাণ। উওর লংতরাই ভিলেজের ছায়াকুমার রোয়াজা পাড়ার এরিয়াব্যাস কলোনির মিঠুনজয় ত্রিপুরা তার ছয় বছরের ছেলে বিপেনজয় ত্রিপুরাকে (৬) প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে ছাওমনু হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন।

কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসা হলেও সমস্ত ঔষধপত্র বাইরে থেকে কিনতে করতে হয়। তাই শিশুর বাবার পক্ষে তা বহন করা সম্ভব ছিল না। পয়সার অভাবে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে যান গত শনিবার। রবিবার বিকাল ৫টায় নাগাদ ওই শিশু বিনা চিকিৎসায় বাড়িতে ছটফট করে মৃত্যু বরণ করে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, ধলাই জেলার লংতরাই মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। প্রতিবছর এই মরশুমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদে দেখা দেয়। এদিকে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার চলতি মাসে এখন পর্যন্ত মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে শিশু থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্ক সর্বমোট ১৫ জন রোগী ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে বলে জানায় মুঙ্গিয়াকামি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক পুলকেশ দেববর্মা। প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী গিরিবাসীরা শরীরে জ্বর নিয়ে চিকিৎসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরে সক্রিয় নারী পাচারচক্র, পাঁচ নাবালিকাসহ দশজনকে উদ্ধার করল আরপিএফ, গ্রেপ্তার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে ০৮ ও ৯ জুন, ২০২২ তারিখে নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সফলভাবে ১০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করে। এই সময়সীমার মধ্যে মানব পাচারকারীতে জড়িত ০১ জন ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করে আরপিএফ। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারীক সব্যসাচী দে এই সংবাদ জানিয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, গত আট জুন কোকরাঝাড় পোস্টের আরপিএফ মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনে কৈলাশ সত্যার্থী চিল্ড্রেন্স ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সাথে যুগ্ম অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় তারা দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। একই দিনে আরও একটি ঘটনায় আরপিএফ/গুয়াহাটির সাব ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে রেলওয়ে চাইল্ড লাইন, গুয়াহাটির পক্ষ থেকে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালানো হয়। তাদের এই তল্লাশির সময় একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে তারা উদ্ধার করে। একইদিনে অন্য আরেকটি ঘটনায় কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে আরপিএফ/কাটিহার একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে এবং আরপিএফ/ডালখোলা সুর্যকমল স্টেশনে নিজেদের কর্তব্য পালনের সময় একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। পরবর্তী সময়ে উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্কদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি/কোকরাঝাড়, রেলওয়ে চাইল্ডলাইন/গুয়াহাটি, রেলওয়ে চাইল্ডলাইন/কাটিহারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও ০৯-০৬-২০২২ তারিখে নিউ বঙাইগাঁওয়ের আরপিএফ টিম নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে। পরে তাদের বঙাইগাঁওয়ের সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারের ইন-চার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইদিনে আরও একটি ঘটনায় আরপিএফ/গুয়াহাটি ও রেলওয়ে চাইল্ডলাইন, গুয়াহাটি যুগ্মভাবে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় তারা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে এবং পরে তাকে রেলওয়ে চাইল্ডলাইন/গুয়াহাটির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

০৯ জুন একটি সাম্প্রতিক ঘটনায় ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার অব আরপিএফ/আলিপুরদুয়ারের তত্ত্বাবধানে আরপিএফ/ আলিপুরদুয়ারের ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াডের পক্ষ থেকে কোকরাঝাড় থেকে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ১২৫০৫ ডাউন (নর্থইস্ট এক্সপ্রেস) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়িলামে শিক্ষকের বাড়িতে দা-বল্লম নিয়ে দুস্কৃতিদের হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট, আতঙ্কে জুবুথুবু এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। উত্তর চড়িলাম মধ্যপাড়ায় শনিবার মধ্যরাতে দুষ্কৃতিদের আক্রমণে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কতিপয় দুষ্কৃতিকারী মুখে কালো মুখোশ পরিহিত অবস্থায় ধারালো অস্ত্র নিয়ে এক শিক্ষকের বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়েছে। বাড়ির টিনের বেড়া গেট চুরমার করে দেওয়াসহ ঘরের ভিতরে ঢুকে যাবতীয় আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হয় এবং সোনার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। বাদ যায়নি ঠাকুর ঘরও। শনিবার রাত বারোটায় একদল দুষ্কৃতি উন্মত্ত তাণ্ডব চালায় এক শিক্ষকের বাড়িতে।

দা, লাঠি, বল্লম দিয়ে বাড়িঘর কুপিয়ে ফালাফালা করে দেয়। দুষ্কৃতি দলে কম করে ১২ থেকে ১৪ জন ছিল বলে শিক্ষকের ধারণা। ঘটনা চড়িলাম বাজার সংলগ্ন উত্তর চড়িলাম মধ্যপাড়ায় সর্বশিক্ষার শিক্ষক সজল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। বাড়িতে তখন ছিল সজল ভট্টাচার্য, তার ছেলে সুদীপ ভট্টাচার্য এবং শিক্ষকের শ্রী শুক্লা ভট্টাচার্য। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘুমোতে যাবেন এমন সময় একটি বোলেরো গাড়ি বাড়ির প্রবেশদ্বার এর সামনে এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে দুষ্কৃতিরা নেমে প্রথমে দা দিয়ে বাড়ির গেইট কুপিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে। এরপর বাড়ি ঘরের সমস্ত টিনের বেড়া গুলো কুপিয়ে ফালাফালা করে দেয়।

ঘরের আসবাবপত্র ও চুরমার করে দেয়। লাঠি দা দিয়ে পুরো বাড়িতে কুপোতে থাকে। ভয়ে ঘরের মধ্যে সবাই চিৎকার করতে শুরু করে। শিক্ষকের স্ত্রী দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। শিক্ষকের স্ত্রীর গলাতে স্বর্ণের চেইন ছিল। স্বর্ণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালে ভর্তি কোভিড আক্রান্ত সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.)।। করোনা আক্রান্ত সোনিয়া গান্ধীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। বেশ কিছু দিন আগেই তিনি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন কংগ্রেসের সভানেত্রী।

রবিবার দুপুরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন কংগ্রেসের নেতা রণদীপ সূর্যেওয়ালা।টুইট করে কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়াকে গঙ্গারাম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। রবিবারই তাঁকে ভর্তি করানো হয়। কোভিড সংক্রান্ত জটিলতা হয়েছে। তিনি আপাতত স্থিতিশীল। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'

করোনায় আক্রান্ত সোনিয়া গান্ধীর আরোগ্য কামনা করে টুইট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।টুইটারে তিনি 'কংগ্রেস সভানেত্রীর আরোগ্য কামনা করেন।

রবিবার টুইটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সবেমাত্র শুনেছি। আমরা সবাই তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। তিনি দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, সোনিয়াজি।' প্রসঙ্গত, ১৫ জুন মমতা বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের সাথে বৈঠক করবেন নয়াদিল্লীতে।

ছুটির দিনে জমজমাট ভোট প্রচার

রবিবার ছুটির দিনে বড়দোয়ালী কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহা (বাঁয়ে) এবং কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ সাহা (ডানে) এর ভোটা প্রচার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। রবিবার ছুটির দিনে উপনির্বাচনের জোরদার ভোট প্রচার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের মন জয় করার জন্য শাসক দল তথা বিজেপির প্রার্থী ডাঃ মানিক সাহা যেমন তৎপর ছিলেন তেমনি কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ সাহাও এদিন দলীয় কর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছেন।

উপ নির্বাচনের প্রচার অনেক আগে থেকেই শুরু করেছে প্রত্যেকটি দল। শাসক থেকে বিরোধী প্রত্যেকেই নির্বাচনে এক টুকরো জমি ছাড়তে নারাজ। রবিবার বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের উদ্যোগে ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি এলাকায় বিজেপি প্রার্থী তথা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহাকে নিয়ে এক বাইক রেলির আয়োজন করা হয়। বিধায়কের বাসভবনের সামনে থেকে একটি বাইক রেলি বড়দোয়ালি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রবিবার। এদিন বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মকর্তা এই বাইক রেলিতে উপস্থিত ছিলেন। ডা: মানিক সাহা এদিন বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই রেলিটি সংঘটিত করার জন্য।

ডা: মানিক সাহার কথায়, খুব কম এমন পরিস্থিতি আসে সে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট প্রদান করতে পারে কোনো এলাকা। তিনি বলেন, বড়দোয়ালি এলাকার মানুষ সেই সুযোগ পেয়েছেন। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট প্রদান করার। তাই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আগামী ২৩ জুন বিজেপির পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান করেছেন তিনি। ৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের রামনগর এলাকা ৭টি বুথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়মুড়ায় যান দুর্ঘটনায় আহত চালকসহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। ফের জাতীয় সড়কে দুইটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে দুর্ঘটনায় আহত তিনজন। দূর্ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া এলাকায় রবিবার দুপুর নাগাদ। সংবাদে জানা যায়, আগরতলা থেকে যাত্রী নিয়ে একটি গাড়ি আসাম আগরতলা জাতীয় সরক ধরে তেলিয়ামুড়া দিকে আসছিল। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়া এলাকায় যাত্রীবাহী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস বদ্ধপরিকর ঃ রাজেশ লিলুতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য কংগ্রেস বদ্ধপরিকর। তাই কংগ্রেসকে আসন্ন উপনির্বাচনে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ সমর্থন দরকার। যাতে আগামী দিনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়ে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

তাহলে দেশ এগিয়ে যাবে। রবিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই বলেছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের এস সি চেয়ারম্যান রাজেশ লিলুতিয়া।

উনার কথায়, বিজেপি ২৯৯ টি প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। কিন্তু কংগ্রেস রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকবে।

তাদের উন্নয়নে লড়াই করে যাবে। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন পরবর্তী সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে উত্তাল দেশ নূপুর শর্মাকে তলব মুম্বই পুলিশের

মুম্বই, ১২ জুন (হি. স.)।। বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিজেপির সাসপেন্ডেড জাতীয় মুখপাত্র নূপুর শর্মাকে এবার তলব করল মুম্বই পুলিশ। আগামী ২৫ জুন নূপুরকে হাজিরা দিতে সমন পাঠানো হয়েছে। আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে বলে জানা গিয়েছে।

আগামী ২৫ জুন সকাল ১১টায় মুম্বই পুলিশের কাছে নূপুরকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১ নম্বর ধারায় নূপুরকে নোটিস পাঠিয়েছে মুম্বই পুলিশ। প্রসঙ্গত, টেলিভিশন চ্যানেলের বিতর্কসভায় যোগ দিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি নেত্রী, সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও ফুটেজ সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই নূপুরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ শুরু হয়। নূপুরের মন্তব্য নিন্দিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলেও। ইরান, কাতার-সহ একাধিক দেশ এই মন্তব্যের সমালোচনায় সরব হয়েছে। নূপুরকে গ্রেফতারের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

বিতর্কিত মন্তব্য করায় রবিবার সকালে বহিষ্কৃত বিজেপি নেত্রী নূপুর শর্মার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হল কাঁথি থানায়। তৃণমূলের রাজ্য সংখ্যালঘু সাধারণ সম্পাদকতথা আইনজীবী আবু সোহেল ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ), ৫০৪, ৫০২ এবং ৫০৯ ধারায় মামলা রুজু করেছেন।

অভিযোগকারী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবু সোহেল। বিতর্কিত মন্তব্য করে নূপুর শর্মা মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দিলেও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। তাই আবু সোহেল কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করার পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, বিজেপি নেত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবেন রাজ্যের সংখ্যালঘু সেলের সাধারণ সম্পাদক সোহেল। মহম্মদকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমাঘাটে তিপরা মথার বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। তিপ্রামথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত মানিক্যকে রাজ বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রাখার যে বক্তব্য ভাইরল হচ্ছে। সেই বক্তব্যের বিরোধিতায় পথে নামল তিপ্রা মথা।

বুবাগ্রাকে অপমান করা হয়েছে অভিযোগে এবং গত সাত তারিখে তৈদু এলাকায় পুলিশের দ্বারা তিপ্রাসার মানুষ আহত হয়, এরই প্রতিবাদ জানিয়ে পাতাল কন্যা জমাতিয়া, রামপদ জমাতিয়ার প্রতি ধিক্কার জানিয়ে রবিবার কৃষ্ণপুপে এক প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। তিপ্রা মথা কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই প্রতিবাদ মিছিল। চাকমাঘাট বেরেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে এই মিছিল শুরু করে জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বেরেজ প্রাঙ্গনে মিছিলটি সমাপ্ত হয়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে নিখোঁজ গৃহবধূ, থানার দ্বারস্থ স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। পরকীয়ার জেলে এলাকার যুবকের সাথে পালিয়ে যাওয়া গৃহবধূর কোন হদিশ পেল না পুলিশ। দিশেহারা হন্যে হয়ে ঘুরছে পালিয়ে যাওয়া গৃহবধূর স্বামী এবং একমাত্র তের বছরের পুত্র সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গন্ডাছড়া মুকুমার অন্তর্গত ডুম্বুরনগর ব্লকের অধীন উত্তর গন্ডাছড়া এ ডি সি ভিলেজের ব্লক টিলার বাসিন্দা দয়াল দাস। পনেরো বছর পূর্বে সামাজিক রীতি মেনে অমরপুর মহকুমার চেলাগাং-র বাসিন্দা মহিম চন্দ্র দাসের মেয়ে ঝর্ণা দাসকে বিয়ে করেন। তাঁদের সংসারে আসে ফুটফুটে এক পুত্র সন্তান। বর্তমানে সে সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত। দয়ালের সুখের সংসারে কাল হয়ে অবতীর্ন হয় ব্লকটিলার বাসিন্দা প্রয়াত নান্টু সাহার ছেলে সুমন সাহা। দয়াল বাবু কর্তৃক লম্পট সুমন সাহাকে বারবার নিষেধ করা সত্যেও কোন না কোন অযুহাতে দয়ালের বাড়িতে আসত চরিত্রহীন সুমন। শেষপর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকালে নগদ টাকাকরি এবং স্বর্ণালংকার নিয়ে বিবাহিত যুবক তথা ব্লক টিলার সুমনের হাত ধরে পালায় দয়ালের স্ত্রী ঝর্না দাস। দয়ালের সংসারে নেমে আসে অন্ধকারের বাস্তব ছবি। তের বছরের একমাত্র পুত্র সন্তানকে নিয়ে মহাবিপদে অনাহারে অর্ধাহরে দিন কাটাচ্ছেন দয়ালবাবু। দয়ালবাবুর অভিযোগ গৃহবধূ পালিয়ে যাওয়ার দিন গন্ডাছড়া মহকুমা থানায় এফ আই আর দাখিল করার পর বাহাত্তর ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পুলিশের কোন হেলদোল নেই বললেই চলে।

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ২৫৫ ◻ ১৩ জুন
২০২২ ইং ◻ ২৯ জ্যৈষ্ঠ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংকট

উন্নয়নের খড়্গে পরিবেশকে কচুকাটা করিবার প্রবণতা সব সময় থাকিলেও এটা ঘটনা যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময় তাহাতে 'অফিসিয়াল' তকমা পড়িয়াছে।কিচ্ছু পাল্টায়নি, সটান উত্তর আসিয়াছে। এই তো সে দিন এক মন্ত্রী সংসদে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন যে, আমাদের বাছিয়া নিতে হইবে উন্নয়ন চাই, না পরিবেশ। হ্যাঁ, ২০২২ সালে দাঁড়াইয়া, যখন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন যে, অবিলম্বে পরিবেশকে প্রাধান্য না দিলে জলবায়ু পরিবর্তনকে যাবতীয় পরিকল্পনার মধ্যমণি করিতে না পারিলে উন্নয়ন তো দূরস্থান, হয়তো পৃথিবীটাকেই বাসযোগ্য রাখা যাইবে না, তখনও অধিকাংশ রাজনীতিবিদ উন্নয়ন বনাম পরিবেশের যুদ্ধই দেখিতেছেন!এই বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সঙ্কটের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজনীতিবিদদের উন্নয়ন সম্পর্কে, পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা কি পাল্টাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে? কেউ কেউ মুখ ফস্কে বলিয়া ফেলিলেও, মনেপ্রাণে দলমত নির্বিশেষে অধিকাংশ নেতা-নেত্রীই মনে করেন, খাল-বিল ভরাট করিয়া, নদী দখল করিয়া, বাতাসে বিষ ঢালিয়া, 'রাস্তা জুড়িয়া' দাঁড়াইয়া থাকে যে ব্রিজ থেকে বহুতল সেটাই আসল উন্নয়ন উদাহরণ অজস্র। ডেউচা-পাঁচামি থেকে কেরলের কে-রেল প্রকল্প। ডেউচা-পাঁচামির পরিকল্পিত কয়লাখনি প্রকল্প নিয়া পরিবেশের প্রশ্ন স্বাভাবিক ও সঠিক, কয়লা পোড়ানো নিয়া আন্তর্জাতিক ভাবনাচিন্তা ও স্থানীয় পরিস্থিতি বিচার করে। পরিবেশের কারণে ডেউচা-পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্পের প্রবল বিরোধিতা করিলেও, কেন্দ্রের বুলেট ট্রেনের বিরোধিতা করিলেও, তাঁহারাই আবার যাবতীয় পরিবেশ প্রশ্নকে শিকেয় তুলিয়া কেরলে-রেল প্রকল্প আনিতে বদ্ধপরিকর, যাহা তাঁহার মতে বুলেট ট্রেনেরই আর এক রূপ। তথৈবচ অবস্থা বিজেপির।

আসলে প্রকল্প আমার প্রয়োজন মতো পরিবেশ আইন পকেটে তালাচাবির মধ্যে থাকিবে, আর উল্টোটা হইলে আইন পকেট থেকে বের হইয়া প্রকল্পের তালাচাবি দেবে, এটাই দপ্তর। আকাশচুম্বী আবাসন সরকারি তথ্য অনুযায়ী যাবতীয় পরিবেশ আইন ভাঙিয়া তৈরি হইলেও তাহার একটি ইটও স্পর্শ করা যায়নি; না বাম আমলে, না বর্তমান সরকারের সময়। কেননা, এ ক্ষেত্রে যাবতীয় হিসাবনিকাশ ঠিকমতো মিলাইয়াই উন্নয়ন আক্ষরিক অর্থে মাথা তুলিয়াছিল।

উন্নয়নের খড়্গে পরিবেশকে কচুকাটা করিবার প্রবণতা সব সময় থাকিলেও এটা ঘটনা যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময় তাহাতে 'অফিসিয়াল' তকমা পড়িয়াছে। পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টিকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করিয়া ফেলা যাবতীয় পরিবেশ সংক্রান্ত আইন দুর্বল করা হইতেছে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিধিরাম বানাইয়া রাখা হইতেছে অভিযোগের তালিকা লম্বা হইতেছে। এক দিকে আমরা যাবতীয় পরিবেশ নামাবলি গায়ে জড়াইয়া দিবসগুলি সাড়ম্বরে পালন করিতেছি, অন্য দিকে প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রতিটি দিক কোনও না কোনও পরিবেশ বিপর্যয়ে অবিরত ধাক্কা খাইতেছে। আসলে পরিবেশকে পিছনে ঠেলিয়া যে উন্নয়ন হয়, শেষে যে সে-উন্নয়নও বাঁচে না, এটা আজ আর তত্ত্বকথা নয়; হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া সত্য।

কাষাধ্যক্ষ ধুনুমণি বর্মণের প্রয়াণে শোক ব্যক্ত মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি ভবেশের

গুয়াহাটি, ১২ জুন (হি.স.) : ভারতীয় জনতা যুবমোর্চার দিশপুর মণ্ডলের কোষাধ্যক্ষ ধুনুমণি বর্মণের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা সহ দল ও সংগঠনের অন্য সকল পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা।এক শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেছেন, উদ্যমী যুবনেতা হিসেবে পরিচিত ধুনুমণি বর্মণ যুব সমাজকে সংগঠিত করে দলকে সবল করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বর্মণের অকাল বিয়োগ সংগঠনের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি বলে অভিহিত করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি ধুনুমণি বর্মণে বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।এছাড়া বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতাও বলেছেন, ধুনুমণি বর্মণের মৃত্যু দল ও সংগঠনের জন্য ব্যাপক ক্ষতি। সংগঠনের বিস্তারে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয়। তিনি প্রয়াতের শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন।

তেজপুরে রাজ্যের জেলাশাসকদের দুদিবসীয় সম্মেলন

তেজপুর (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : আজ রবিবার থেকে মুখ্যমন্ত্রী, বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী ও মুখ্যসচিব প্রমুখ শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে শুরু হয়েছে জেলাশাসকদের দুদিবসীয় সম্মেলন। শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে নবনির্মিত কনভেশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জেলাশাসকরা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কাছে সরকারি প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরবেন।মধ্যাহ্ন বিরতির পর সম্মেলন কক্ষ থেকে বাইরে এলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জানান, একেকজন জেলাশাসক প্রায় এক ঘণ্টা ব্যাপী সংশ্লিষ্ট জেলায় সরকারি প্রকল্পাদির বিষয়ে তথ্য দেবেন। ইতিমধ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সহ তিনজন তাঁদের রিপোর্ট কার্ড উপস্থাপন করেছেন। আজকের সম্মেলন রাত একটা পর্যন্ত চলবে, জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, জেলাশাসকদের সম্মেলন চলবে আগামীকাল সোমবার পর্যন্ত। দুদিনের সম্মেলনে রাজ্যের ৩৫ জন জেলাশাসক তাঁদের কাজকর্মের খতিয়ান উপস্থাপন করবেন।মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বোঝা গেছে, দুদিবসীয় সম্মেলনে নতুন নতুন পদক্ষেপ সরকার নিতে পারে।

ট্রেনের যাত্রীদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় শতাধিক কচ্ছপ

নৈহাটি, ১২ জুন (হি. স.) : লোকাল ট্রেনের যাত্রীদের তৎপরতায় উদ্ধার হয় শতাধিক কচ্ছপ। ধরা পড়ে ভিনরাজ্যের দুই পাচারকারীও। রবিবার ভোরে নৈহাটি স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে চাপিয়ে শতাধিক কচ্ছপ পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। যাত্রীদের তৎপরতায় কচ্ছপগুলিকে উদ্ধার করল রেল পুলিশ।জানা গিয়েছে, এদিন ভোরে ফেরিঘাট পেরিয়ে নৈহাটি স্টেশনে আনা হয় কচ্ছপগুলিকে। তার পর সেগুলি শিয়ালদহগামী লোকাল ট্রেনে তোলে দুই পাচারকারী। তাদের ওই বস্তাগুলি থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। যা নিয়ে ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বচসার মধ্যেই জানা যায়, বস্তাগুলির মধ্যে কচ্ছপ রয়েছে। পরে তা জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। আটক হয় ভিনরাজ্যের দুই পাচারকারীও।জিআরপি সূত্রে খবর, বস্তায় ১০৩টি কচ্ছপ ছিল। যার মধ্যে তিনটি মৃত। তিনটি বড় আকারের কচ্ছপও ছিল। বাকিগুলি মাঝারি আকারের। স্থানীয় বাজারে কচ্ছপগুলির দাম ৩০০-৪০০ টাকা। বাংলাদেশের বাজারে এধরনের কচ্ছপের দাম কয়েক হাজার টাকা পর্যন্ত। সূত্র মারফত জানা যায়, ধৃত মহিলা পাচারকারীর নাম রিয়া পাথরকর। সে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের বাসিন্দা।

নজরুলের বিদ্রোহী শতবর্ষ পরেও প্রাসঙ্গিক

এস ডি সুব্রত

বল বীর- বল উন্নত মম শির! শির নেহারি আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির! ঔপনিবেশিক শোষণ, সামন্ত মূল্যবোধ ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহী রূপে "বিদ্রোহী" কবিতায় আবির্ভূত হন নজরুল। সত্য, সুন্দও, মঙ্গল ও শান্তির কামনায় তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন যাবতীয় অপশক্তি, ধর্মীয় শোষণ ও জীর্ণ-সনাতন মূল্যবোধের বিরুদ্ধে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির অভিলাষে তিনি হয়েছেন বিদ্রোহী। তবে আজ থেকে একশ বছর আগে রচিত এ কবিতা এখনো প্রাসঙ্গিক, বোধ করি প্রাসঙ্গিক থাকবে চিরকাল। মাত্র ২২ বছর বয়সে নজরুল রচনা করেন এই ভুবনবিজয়ী কবিতা। নজরুল "বিদ্রোহী" রচনা করেন ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। কবিতাটির প্রথম শ্রোতা ছিলেন মুজফফর আহমদ। কলকাতার ৩/৪-সি তালতলা লেনের ভাড়া বাড়ির একতলায় থাকতেন মুজফফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল বিবিসি বাংলায় এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, "ঔপনিবেশিক ভারতের সেই সময় যখন নজরুল আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঔপনিবেশিক বিরোধিতা বড় করে তুলছেন। বল বীর, চির উন্নত মম শির, এই বীর তিনি বলছেন, সমস্ত বাঙালিকে, যে বীরের মতো তোমরা উঠে দাঁড়াও। ভীরু বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছেন, তাদের জাগ্রত করতে অসংখ্য শব্দের ঝংকারে কবিতাটি যেন পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে!" অন্যায় এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের লড়াই ছিল আজীবনের। কমরেড মুজফফর আহমদ তার "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা" বইয়ে লিখেছেন, "আসলে বিদ্রোহী কবিতা রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে। বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম ছাপা হয়েছিল "বিজলী" নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। বিদ্রোহী কবিতাটি লেখার মুহূর্তের কথা বলতে গিয়ে মুজফফর আহমদ লিখেছেন, তখন নজরুল আর আমি নিচের তলার পূব দিকের, অর্থাৎ বাড়ির নিচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার "বিদ্রোহী" কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোনো এক সময়ে- তা আমি জানিনে। রাত ১০টার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে এসে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। "বিদ্রোহী" কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।" "কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা" বইয়ে মুজফফর আহমদ এরপর বর্ণনা দিয়েছেন, যেহেতু তিনি সামনাসামনি কারো প্রশংসা করতে পারেন না, তাই কবিতা শোনার পরেও তিনি উচ্ছ্বসিত হতে পারেননি। তাতে মনে মনে কাজী নজরুল ইসলাম আহত হয়েছিলেন বলেও তার মনে হয়েছে। সেদিন বেলা হওয়ার পর "মোসলেম ভারত" পত্রিকার আফজালুল হক সেই বাড়িতে আসেন। তাকেও কবিতাটি পড়ে শোনান কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি সেটা শুনে একটি কপি সঙ্গে নিয়ে যান। মুজফফর আহমদ লিখেছেন, আমিও বাইরে চলে যাই। তারপরে বাড়িতে ফিরে আসি ১২টার কিছু আগে। আসা মাত্রই নজরুল আমায় জানাল যে, অবিনাশদা (বারীন ঘোষেদের বোমার মামলার সহবন্দি শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য) এসেছিলেন। তিনি কবিতাটি শুনে বললেন, তুমি পাগল হয়েছ নজরুল, আফজালের কাগজ কখন বার হবে তার স্থিরতা নেই, কপি করে দাও, বিজলীতে ছেপে দেই আগে। তাকেও নজরুল সেই পেন্সিলের লেখা হতেই কবিতাটি কপি করে দিয়েছিল। ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি শুক্রবার সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রথম "বিদ্রোহী" কবিতাটি ছাপা হয়। বৃষ্টি হওয়ার পরেও কাগজের চাহিদা এত হয়েছিল যে, সেই সপ্তাহে ওই কাগজটি দুইবার মুদ্রণ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহী কবিতার ব্যঙ্গ করে সজনীকান্ত দাস "ব্যাঙ" নামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন, যা শনিবারের চিঠি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

সেখানে তিনি প্যারোডি করে লিখেছিলেন, "আমি ব্যাঙ/ লম্বা আমার ঠ্যাং/ আমি ব্যাঙ/ আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই/ আমি বুক দিয়ে হাঁটি ইঁদুর ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।" বিশ্বের পালাবদলের প্রভাব নজরুলের কবিতায় পৃথিবীর ভাবজগতে বিভিন্ন দেশে সেই সময় একটা পরিবর্তন চলছিল। বিশেষ করে এই অঞ্চলের শিল্প সাহিত্যের মধ্যে যে রোমান্টিক ধারা চলছিল, তাতেও পরিবর্তন আনে। সেই সঙ্গে বলশেভিক বিপস্নব সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধ্যানধারণার, চিন্তাচেতনার পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপস্নব, ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার আবির্ভাব, বাংলা সাহিত্যের এসব পটভূমি নজরুলকে বিদ্রোহীর মতো কবিতা লেখার জন্য প্রভাবিত করেছে। "তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্য বিশ শতকে রবীন্দ্র প্রভাব এত সর্বগ্রাসী হয়েছিল, মনে হচ্ছিল, এর বাইরে যাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হইহই করে নজরুল এসে হাজির হলেন।" অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলছেন, "আধুনিক বাংলা কবিতার যে জন্ম হলো, রবীন্দ্র ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে তাতে আরও সময় লেগে যেত। বিদ্রোহী কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে আধুনিক বাংলা কবিতার সূচনা হলো।" তিনি আরো বলেন, "আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করলেও যেখানেই এসব পত্রিকা পেত, সেগুলো জব্দ করত। আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও অনানুষ্ঠানিকভাবে একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। আমার মনে হয় না, বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী ছাড়া আর কোনো কবিতা এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। একশ বছর পরেও সেই আবেদন কমেনি।" বিষয়ভাবনা এবং জীবনার্থের মতো, শব্দ ব্যবহারেও "বিদ্রোহী" কবিতায় প্রাতিস্কিতার স্বাক্ষর রেখেছেন নজরুল। বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার প্রেরণায় নয়, বরং আবেগের প্রাবল্যে নির্বাচিত হয়েছে তার শব্দমালা। কোনোরূপ বিচার-বিবেচনার দাসত্ব স্বীকার না করে স্বাধীন স্ফূর্তিতে তিনি চয়ন করেছেন তার প্রিয় শব্দরাজি। "বিদ্রোহী" কবিতায় ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দের মধ্যে নেই কোনো জাত বিচার। এ কবিতায় সংস্কৃত শব্দের পাশেই ভেদিয়া, ছেদিয়া, ভীম ভাসমান মাইন, ঠমকি ছমকি, হরদম ভরপুর মদ, তুড়ি দিয়া ইত্যাদি শব্দ বা শব্দবন্ধ অবলীলায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ কবিতায় নজরুলের শব্দচেতনায় এখানেই স্বাতন্ত্র্য যে, তিনি ধ্বনি-প্রবাহের অনুগামী করে শব্দের মধ্যে নিয়ে এসেছেন প্রবল জীবনাবেগ। "বিদ্রোহী" কবিতায় শব্দ ব্যবহারের এই নতুন পরীক্ষা আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশকে সদর্থক মাত্রায় করেছে প্রভাবিত। "বিদ্রোহী" কবিতাটি এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ডের মতো অত সুদীর্ঘ নয়; আবার খুব ছোটও নয়। "বিদ্রোহী কবি" হিসেবে একবাক্যে স্বীকৃত হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইংরেজ শাসকের রোষানল ধেয়ে আসে তার দিকে। বিদ্রোহী কবিতা প্রসঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন- "হঠাৎ একটা প্রবল তুফানের ঝাপটা কাব্যের রূপ নিয়ে তরুণ মনকে উদ্বেল করে তুলেছিল।" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন, "এ কে নতুন কবি? নির্জীব দেশে এ কার বীর্যবাণী? বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র দেশ প্রবল নাড়া খেয়ে জেগে উঠল।" মতামত দিলেন ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আশীর্বাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক দিকে স্বদেশপ্রেমিকদের সাহস জোগাল, অন্য দিকে বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাল। এই অসামান্য বৈপরীত্য- "বিদ্রোহী" ছাড়া আর কোনো কবিতার ক্ষেত্রে অদৃষ্টপূর্ব। বাংলার জনমানসে "বিদ্রোহী" কবিতা ঘিরে জমে ওঠে প্রতর্ক ও প্রতিক্রিয়ার পুষ্পবাণ- যা এর আগে কোনো কবিতাকে ঘিরে হয়নি। মাত্র একুশ বছরের একজন নবীন ও তরুণ কবির পক্ষে-বিপক্ষে বিচিত্র পাঠ-প্রতিক্রিয়া আর কোনো কবির জীবনে ঘটেনি। "বিদ্রোহী" কবিতাকে বলা হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল মানচিত্র। যেখানে বেদ -পুরাণ-উপনিষদ-গীতা মহাকাব্য থেকে শুরু করে ইসলামী অনুষঙ্গও অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে। শুধু হিন্দু-মুসলিম মিথ নয়, এতে গ্রিক পুরাণেরও মহাসমন্বয় ঘটেছে। যেন বেদ- পুরাণ- কোরআন-বাইবেলের সহাবস্থানে উদার সুফিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। শুধু পুরাণ কিংবা মিথ নয়, দেশি-বিদেশি শব্দমালার সংমিশ্রণ এটিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। গ্রিক পুরাণের হোমারের "ইলিয়াড", "ওডিসি", প্রাচীন ভারতের "রামায়ণ", "মহাভারত", বেদ-উপনিষদ-ভাগবত গীতা ছাড়া ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে মিথের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। তাই একশো বছর পেরিয়ে এসেও বিদ্রোহী আজো সমান প্রাসঙ্গিক।

বাঁচতে কষ্ট, মরলে খরচ

নীলাঞ্জন দে

'হোলসেল প্রাইস ইনডেক্স'-এর ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির হার যে ১৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে, তা নানা খবরের ভিড়ে যেন হারিয়ে গিয়েছে। দাম বাড়ার ধারাবাহিকতা আর তেমন অবাক করে না বোধ হয়। তবে শঙ্কিত যে এখনও বিলক্ষণ করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাধারণ মানুষের কাছে এখনও গা-সওয়া হয়নি, একটানা মূল্যবৃদ্ধির নিয়মমাফিক স্টোরিগুলো যে পরপর ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, সন্ত্রস্ত করছে, তা স্পষ্টও। পেট্রোল-ডিজেল-গ্যাস, এই ত্রয়ীর ক্ষেত্রে দামের সামান্য তারতম্যই গৃহস্থের সাংসারিক বাজেটে তফাত আনে। আর এবার তো রাশিয়া -ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে চাপ অনেকটাই বেশি। বিশ্বজোড়া সাপ্লাই চেনের উপর প্রবল আঘাত হেনেছে এই যুদ্ধ, যার সমাপ্তি নিয়ে এই মুহূর্তে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইছেন না। বিশেষত কমোডিটি মার্কেটে পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, সেখানে মূল্যবৃদ্ধি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক।

এই নিয়ে টানা বারো মাসের বেশি সময় ধরে পাইকারি সূচক-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতির হার 'ডাবল-ডিজিট' হয়ে রইল। উল্লেখ্য, রিটেল ইনফ্লেশন, অর্থাৎ 'কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স' নির্ভর টি, এখন আট বছরের সর্বোচ্চ আর আছে প্রায় ৭.৮ শতাংশ এপ্রিল মাসের হিসাব অনুযায়ী। একই সঙ্গে জানানো উচিত যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এরই মধ্যে রেপো রেট হয়তো আরও কয়েক দফা বাড়াতে পারে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রক রেপো-সংক্রান্ত পলিসিতে পরিবর্তন এনে রেট উপরে উঠিয়েছেন। এর ফলে ঋণ, গ্রহীতাদের 'বরোয়িং কস্ট' যেমন বেড়েছে, তেমনই জিপোজিটরদের সুদ জনিত উপার্জন ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যেমনটা স্বাভাবিকভাবে হয় এইসব পরিস্থিতিতে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বক্তব্য আরও কিছুটা পরিস্কার হবে চলতি মাসের গোড়ায় (জুনের শুরুতে পলিসি সংক্রান্ত বৈঠক হবে), তখনই বোঝা যাবে নিয়ন্ত্রকের বাঁধন, যাকে বলা চলে monetary tightening আরও আঁটসাঁট করা হবে কি না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সংসার খরচ হঠাৎ বেড়ে যাওয়া কেবল অসুবিধাজনকই নয়, বেশ ভীতিপ্রদ-ও বটে। এই লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির শেষ কোথায়, তাও কেউ বুঝতে না পারায়, ভীতি আরও গভীরে চলে যায়। 'ফুড' এবং 'ফুয়েল', এই দুই খাতে খরচ এই সন্ধিক্ষণে অনেকটাই বেশি। তাই প্রথমেই কোপ পড়েছে (discetionary spending) (যেগুলোর জন্য তাৎক্ষণিকভাবে খরচ না করলেও চলে)-এর উপর। চাপে পড়েছে ভ্রমণ সংস্থা, অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে হোটেল, রেস্তোরাঁ, ব্যবসায় বাটা পড়েছে সিনেমা হল-এর। তবে এরই মধ্যে সর্বশেষ সরকারি প্রয়াসের কথা বললেই নয়, যদিও এর ফল আদৌ সুদূর প্রসারী হবে কি না, তা ঠিক বলা যাবে না এখনই। আমি স্টিল, প্লাস্টিক এবং সিমেন্ট —এই তিন কমোডিটির বিষয়ে আজকের নীতির কথা বিশেষভাবে বলছি। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ডিউটির হার বদলে সরকার দাম কমানোর ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে বুঝতে বলে সব থেকে বড় হইচই ফেলেছে তেলের দাম কমানোর প্রচেষ্টা। যদিও অনেকের মতে এই পদক্ষেপ কিছুকাল আগে নিলেই ভাল হত—এখন দেরি হয়ে গিয়েছে। তবে দেরিই হোক বা অন্য কিছু, তেল সংক্রান্ত সর্বশেষ নীতি খানিকচা সোয়াস্তি তো আনবেই। এখানে মনে রাখতে হবে যে, হোলসেল প্রাইস ইনডেক্সের অনেকটাই হল 'ম্যানুফ্যাকচার্ড প্রোডাক্টস'-এর খাতিরে। মানে ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় এমন পণ্য। টেক্সটাইস কেমিক্যাল, মেটাল, সিমেন্ট, ভেজিটেবল অয়েল ইত্যাদি অনেক কিছুই এখানে গণ্য করা হয়ে থাকে। এ সমস্ত কিছুরই দাম বেড়ে চলেছে, এ তো জানা অন্যদিকে যে বিষয়টা নিয়ে জনপরিসরে এখনও আলোড়ন ওঠেনি, তা হল বিভিন্ন সার্ভিসেস সেক্টরে একমুখী ট্রেন্ড। ব্যাপক হারে দাম বাড়ছে নানা পরিষেবার। হ্যাঁ, প্রথমেই বলতে হয় হেল্থ-কেয়ারের কথা।

> পাতিলেবুর অস্বাভাবিক দাম নিয়ে সনাতনী অর্থনৈতিক কপিবুক ছাড়িয়ে সংবাদমাধ্যমে যা প্রতিফলিত হয়েছিল, তাকে রাগ-হতাশা-ক্লেশের মিশ্রণ বলা চলে। কিন্তু, এই সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে মূল্যবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতির ট্রেন্ডে। 'ফুড' এবং 'ফুয়েল', এই দুই খাতে খরচ এই সন্ধিক্ষণে অনেকটাই বেশি। স্বাস্থ্য পরিষেবায় মুদ্রাস্ফীতি তো সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ফলে, ভারতীয় জীবন ওষ্ঠাগত।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় মুদ্রাস্ফীতির হার ঠিক কত? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া মুশকিল, যদিও আজকাল নানা ধরনের মাপকাঠির সাহায্যে কিছু তথ্য সহজে পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণভাবে বলা চলে যে, মেডিক্যাল ইনফ্লেশনের হার সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, দুটোর মধ্যে তফাত আজ যথেষ্ট। চিকিৎসা ক্ষেত্রে খরচের গতিপ্রকৃতি মাপতে অবশ্য আমরা অনেকেই স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে বৃদ্ধির কথাই আগে ভাবি। প্রিমিয়াম আপনার-আমার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ যারা সাধারণভাবে বিমার আওতায় পড়ি এবং নিয়ম করে হলে্থ ইনশিওরেন্স কিনি) এক বড় 'মেট্রিক', তবে গল্পটার শেষ কেবল বেনেছে ওষুধপত্র এবং সরঞ্জামের ব্যয় সঙ্গে ঊর্ধ্বমুখী হাসপাতালের খরচ এবং ডাক্তারবাবুদের ফি। দেশের আটপৌরে মানুষ এই নিয়ে নিঃসন্দেহে চিন্তিত।

আজ এই যে এতগুলো বিষয় সংক্ষিপ্ত আকারে উত্থাপন করলাম তার নির্মাণটুকু কমই বৃদ্ধি পাবে। সমীক্ষাজনিত তথ্যের সত্যতা সন্দেহ করার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বিশ্বাসের উপর ভর করে বলছি যে, আগামী অন্তত দু'তিন কোয়ার্টারে দাম বাড়ার অভিঘাত সাধারণ নাগরিক আরও জোরালোভাবে বুঝবেন।

আর তিনি যদি বয়স্ক, ষাট-পেরনো রিটায়ার্ড হন, তাহলে তো কথাই নেই। ডিপোজিট-নির্ভর হলেও তাই, কারণ সুদের হার বাড়লেও তা ইনফ্লেশনের সাযুজ্য রাখতে অক্ষম। পণ্যবস্তুর দাম যদি তরতরিয়ে এগিয়েই চলে, তাহলে সুদ কতই বাগতি বাড়িয়ে তাকে ছাপিয়ে যাবে? এই লেখা শেষ করার আগে আপাত-তুচ্ছ, চেনা গল্পের প্রাসঙ্গিকতা টেনে আনা যাক। গত মাসে পাতিলেবুর অস্বাভাবিক দাম সর্বভারতীয় শিরোনাম হয়েছিল। কারণ খুঁজতে কাউকে বেশি দূর যেতে হয়নি। সাপ্লাই কম, চাহিদা বেশি—অতএব দাম বাড়বেই। সনাতনী অর্থনৈতিক কপিবুক ছাড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমে যা প্রতিফলিত হয়েছিল, তাকে রাগ হতাশা ক্লেশের মিশ্রণ বলা চলে। ঠাট্টা ইয়ার্কিও কম হয়নি এই নিয়ে। আমার ধারণা এসবই তুচ্ছ হয়ে যাবে যদি এখকার ট্রেন্ড আরও জাঁকিয়ে বসে। যুদ্ধের কারণে সাপ্লাই চেন বিপর্যস্ত হলে, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি হতে থাকলে, পণ্য চলাচলের খরচ বাড়লে তো এমনটা হতে বাধ্য। 'নর্মাল মনসুন' যদি না হয়, খরার সম্ভবনা দেখা দিলে, পরিস্থিতি গুরুতর হবে। রেটিং এজেন্সি "মুডি'জ" ইতিমধ্যে জানিয়েছে যে তাপপ্রবাহ থাকে 'হিট ওয়েভ' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, চলতে থাকলে তা ভারতীয় অর্থনীতির গ্রোফের পক্ষে সহায়ক হবে না। ভবিষ্যতে ইনফ্লেশনের বড় কারণ, হয়ে দাঁড়াবে এই ধরনের, 'ক্লাইমেন্ট বিস্ক। চেনা কার্যকারণ সম্পর্কেগুলোর সঙ্গে এটিও যোগ হতে চলেছে অচিরেই। বিষয়টা ভেবে দেখার মতো।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ব্রেন টিউমারে মৃত পুলিশ কর্মীর বাড়ি গেলেন রাজ্যপাল

পরিবারের হাতে তুলে দিলেন ১১ লক্ষ টাকার চেক

বারাসত, ১২ জুন (হি. স.) : বারাসতে ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়ে মৃত পুলিশ কর্মীর বাড়িতে গেলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। রবিবার সকালে সস্ত্রীক ওই পুলিশ কর্মীর বাড়িতে পৌঁছন তিনি। পরিবারের হাতে ১১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি। কলকাতা পুলিশের ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত অগ্নি মিত্র। ব্রেন টিউমারে দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর ৮ জুন মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত পুলিশ কর্মীর পরিবারের প্রতি মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেন রাজ্যপাল। রবিবার সস্ত্রীক পৌঁছে যান পুলিশ কর্মীর বারাসতের বাড়িতে। কথা বলেন পুলিশ কর্মীর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে। পরিবারের হাতে ১১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি। সবরকমভাবে তাঁদের সঙ্গে থাকার আশ্বাসও দেন। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে আপ্লুত অগ্নি মিত্রের পরিবার।

কলকাতা পুলিশের ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত অগ্নি মিত্রের বাড়ি বারাসতের হৃদয়পুরে। স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে নিয়েই সংসার। বাড়িতে অগ্নি মিত্র একাই রোজগেরে ছিলেন। ওনার কয়েকমাস আগে ব্রেন টিউমার ধরা পড়ে তাঁর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। শেষরক্ষা আর হয়নি। তারপরই মৃতের পরিবারের প্রতি মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেন রাজ্যপাল। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল জানান, 'অগ্নি মিত্রের মৃত্যু সংবাদ খুবই দুঃখের। উনি বরাবরই একজন কর্মদক্ষ অফিসার ছিলেন। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। ওনার পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করব।'

চিঠি লিখে শুভেন্দু অধিকারীকে হাওড়া যেতে মানা করল কাঁথি থানার পুলিশ

কাঁথি, ১২ জুন (হি. স.) : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হাওড়া যেতে বারণ করল কাঁথি থানার পুলিশ। রবিবারই কাঁথি থানার তরফে শুভেন্দুকে চিঠি পাঠিয়ে এই আবেদন করা হয়।

পয়গম্বরকে নিয়ে নূপুর শর্মার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে গত তিনদিন ধরে হিংসার আগুনে জ্বলছে হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। ইন্টারনেট পরিষেবা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। এমন উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না বলে মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। তাই শুভেন্দুকে সতর্ক করে ওই চিঠি পাঠিয়েছে কাঁথি থানার পুলিশ।

শনিবার শুভেন্দু টুইটে জানিয়েছিলেন রবিবার তিনি হাওড়ার গ্রামীণ এলাকাগুলিতে যাবেন। গত তিনদিন ধরে হাওড়ার ওই সব এলাকাগুলির বিজেপির অফিসগুলি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। টুইটে শুভেন্দু তাই লেখেন, আমাদের কাছে পার্টি অফিস হল মন্দির। ছাই হয়ে যাওয়া পার্টি অফিস পুনরায় আমরা তৈরি করব। ইতিহাসের দিকে তাকান, বহিরাগতরা যারা আমাদের মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছিল সেই জায়গাগুলিতে গেরুয়া পতাকা উড়ছে। ওই টুইটের সঙ্গে হাওড়ার একটি জায়গায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া বিজেপি পার্টি অফিসের ভিডিয়ো শেয়ার করেন। শুভেন্দু লেখেন, উলুবেড়িয়া, রঘুবেড়িপুর, হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় বিজেপির পার্টি অফিস হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, নয়তো ভাঙচুর চালানো হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রাতারাতি ভেঙে পড়েছে।

গতকাল হাওড়ার ওই সমস্ত এলাকাগুলিতে যাওয়ার পথে গ্রেফতার হন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোল প্লাজা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে লালবাজার নিয়ে যাওয়া হয়। ঘণ্টাখানেক থানায় থাকার পর ছাড়া পান সুকান্ত। সুকান্তকে গ্রেফতারের পর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে হাওড়ায় যেতে বারণ করল পুলিশ।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে সেলফ ডিফেন্স ড্রিল

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.): কিছুদিন আগেই রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং করতে গিয়ে দুই কিশোরের মৃত্যুর হয়। তবে, তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। সমস্যা এড়াতে রবিবার থেকে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে সেলফ ডিফেন্স ড্রিল। কেএমডিএ ও পুলিশের দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এসপি মেনে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে শুরু হল সেলফ ডিফেন্স ড্রিল। শুধু তাই না বিশেষজ্ঞ এনে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হল রোয়ারদের। প্রথমে প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেশবিদেশের বিভিন্ন ঘটনা ও সেফটি মেজার তুলে ধরা হয়। এরপর রোয়িং বোট উলটে গেলে কীভাবে প্রাণ বাঁচাতে হবে সেটা শেখান হয় রোয়ারদের। ২০ জুন থেকে শ্রীনগরে জাতীয় স্তরে রোয়িং প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। কিন্তু রবীন্দ্র সরোবরে রোয়িং বন্ধ থাকায়, প্রস্তুতি ছাড়াই অংশ নিচ্ছে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সদস্যরা। যদিও ডাল লেকে কয়েকদিন প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে বলে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে।

দায়িত্ব নিয়ে এলাকা ঘুরে দেখলেন হাওড়া গ্রামীণের নতুন পুলিশ সুপার

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.): জ্বলছে হাওড়া। কোথায় জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি। আবার কোথাও জ্বলছে পার্টি অফিস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে দায়িত্ব নিয়ে এলাকা ঘুরে দেখলেন হাওড়া গ্রামীণের নতুন পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া। হাওড়াকে শান্ত রাখতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ১০ আইপিএসকে নিয়ে বিশেষ নিরাপত্তা দল তৈরি করেছিল রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতর। এই ঘটনার পরেই হাওড়া গ্রামীণে পুলিশের রদবদল করার সিদ্ধান্ত নেয় নবান্ন। হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের নতুন কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠী। হাওড়ার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরকে পাঠানো হয় কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদে। শুধু কমিশনারেট নয়, হাওড়া গ্রামীণে পুলিশে রদবদল করে হাওড়া গ্রামীণের নতুন পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া। কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ-পশ্চিমের ডিসিপি ছিলেন স্বাতী। নতুন দায়িত্ব নিয়েই রবিবার এলাকা ঘুরে দেখে হাওড়া গ্রামীণের নতুন পুলিশ সুপার।

বঞ্চনার প্রতিবাদে সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে কনভেনশন

বাঁকুড়া, ১২ জুন (হি. স) পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে আজ এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়া শহরের এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে। সংগঠনের সদস্য ছাড়াও সেকেন্ডারি টিচার্স এন্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, সরকারি চালক ও কারিগরি কর্মচারী সমিতি, এ এন এম আর এমপ্লয়িজ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহার্ঘ ভাতা না দেওয়া, অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি না হওয়া, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং পেনশন না থাকা সহ সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপক বঞ্চনার প্রতিবাদে এবং সরকারি কর্মচারীর উপর পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে কনভেনশনে আলোচনা হয়। সমস্ত কর্মচারী এবং শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষকে সম্পাদক ও স্বপন গরাইকে সভাপতি করে কুড়ি জন সদস্যের "সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ" গঠিত হয়। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন সহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন এই কমিটিপরিচালনা করবে সিদ্ধান্ত হয়।

দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার পণ্য পরিবহনে তৈরী রেললাইন উঠিয়ে বসছে জনবসতি

দুর্গাপুর, ১২ জুন (হি. স.) বাড়ছে জনসংখ্যা। বাড়ছে জনবসতি। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জবরদখল। আর এই জবরদখল এখন গোটা দেশের জলন্ত সমস্যা। রেললাইনের পাশে জবর দখল জবরদখলের পর এবার আস্ত রেললাইনটা জবরদখলের কব্জায় উধাও। বন্ধ কারখানার পন্য পরিবাহি রেললাইনের লোহার পাত তুলে চলেছে অবাধে বসবাস। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল শিল্পশহর দুর্গাপুরের ৩০ নং ওয়ার্ডের ভগৎ পল্লী এলাকায়। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ব মাইনিং এন্ড এলায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন (এমএএমসি) কারখানা, ভারত অফথালমিক গ্লাস লিমিটেড সহ অন্যান্য বেসরকারী কারখানা রয়েছে। একসময় ওইসব কারখানায় পন্যপরিবহনের জন্য রেল লাইন বসানো হয়ছিল। দুর্গাপুর স্টেশনের কিছু দূরে স্থলবন্দর থেকে মালগাড়ি সরাসরি কারখানাগুলিতে ঢুকে যেত। ১৯৯২ সালে এমএএমসি কারখানাটি রুগন শিল্পের আওতায় চলে যায়। ওই সময় বহু শ্রমিককে স্বেচ্ছাবসরে বসিয়ে দেওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালের ৩ জানুয়ারী কারখানাটি সম্পূর্ন বন্ধ হয়ে যায়। একইরকমভাবে ২০০৭ সালে বন্ধ হয়ে যায় ভারত অপথালমিক গ্লাস লিমিটেড(বিওজিএল) কারখানা। বন্ধ হয়ে যায় জেসপ কারখানা। শিল্পনগরীর বুকে কালো মেঘ নেমে আসে। পরবর্তীকালে ২০১০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব কোল ইন্ডিয়া, ভারত আর্থ মুভার্স (বিইএমএল) ও ডিভিসি যৌথ কনসোর্টিয়াম কারখানাটি অধিগ্রহন করলেও, এখনও এমএএমসি কারখানার উৎপাদন শুরু হয়নি। কারখানার পুনরুজ্জীবন ক্যায়ত বিশ বাঁও জলে। অন্যদিকে বিওজিএল নিলামের ম্যাধ্যমে স্ক্র্যাপ করে বিক্রি হয়ে গেছে। বন্ধ কারখানায় বেড়েছে লোহা চোর দের দৌরাত্ম্য। কারখানার ভেতরের যন্ত্রাংশ যেমন অবাধে লুট হচ্ছে। তেমনই বন্ধ কারখানার পন্য পরিবহনের আস্ত রেল লাইন চুরি যাচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির নজরদারি তলানিতে। দুর্গাপুর স্থলবন্দর থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ওইসব কারখানায় সরাসরি পন্যপরিবহনের জন্য রেল লাইন ছিল। কিন্তু গত কয়েকবছর ধরে লোহাচোরদের দৌরাত্বে সেসব উধাও। ওইসব রেললাইনের জমিতে চলছে জবরদখল করে ঘরবাড়ি, কমিউনিটি শৌচালয়, আবার গোবরের ঘুটে দেওয়ার কাজ। লাইনের ওপর মজুত করা হয়েছে পাহাড় প্রমান ঘুটে। অভিযোগ, গত কয়েকবছর ধরে ভগতসিং পল্লী এলাকায় বহিরাগতদের বসবাস শুরু হয়েছে। সিটু নেতা পঙ্কজ রায় সরকার জানান,' জবরদখল হচ্ছে তৃণমূলের পিপিতত্তেই। তৃণমূল ও পুলিশের মদতে বন্ধ কারখানায় লোহা চোরদের বাড়বাড়ন্ত। টাকার বিনিময়ে সরকারি জায়গায় বসবাসের সুযোগ করে দিচ্ছে। ওইসব জবরদখল উচ্ছেদের জন্য কেন্দ্র রাজ্য কেন সরকারই নিচ্ছে না। আজকাল চলছে।' বিজেপি নেতা অমিতাভ ব্যানার্জী জানান,' রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনের দায় রাজ্য সরকারের। একশ্রেনীর নেতৃত্বের মদতে লোহাচোরেদের উপদ্রব। তাদের ভোট ব্যাঙ্কের জন্য সরকারি জমির ওপর বহিরাগতদের জবরদখল ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।'গত কয়েকমাস ধরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রেললাইনের পাশে জবরদখল উচ্ছেদে নেমেছে রেল কর্তৃপক্ষ। আর ওই উচ্ছেদকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। জবরদখলকারীদের পুনরবাসন নিয়ে দুর্গাপুর পুরসভা নির্বাচনের আগে ক্রমশ সুর চড়ছে শাসক বিরোধী সব দলের। প্রশ্ন, সরকারি জবরদখল উচ্ছেদের দায় কার? কোথা থেকে আসছে এসব পরিবার?যদিও এডিডিএ'র চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলেন,' একশ্রেনীর নেতৃত্বে জবরদখলের প্রবনতা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু তারপর আবারও সেখানে বসবাস, দোকান শুরু করে দেয়। সরকারি জমিতে জবরদখল ঠেকাতে স্থানীয় নেতৃত্বকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।' যদিও আসানসোল রেলওয়ে ডিভিশন জানিয়েছে, "বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।"

২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৩ জন

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.): সম্প্রতি নতুন করে চোখ রাঙাচ্ছে মারণ ভাইরাস।ফের আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল একশোর গণ্ডি। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১২৩ জন। লাফিয়ে বাড়ল অ্যাকটিভ কেসও। তবে গত কয়েক দিন ধরে এ রাজ্যে করোনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি।রবিবার রাজ্য স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৩ জন। দিন কয়েক আগেও সংখ্যাটা পঞ্চাশের মধ্যে ছিল। দৈনিক পজিটিভিটি সামান্য কমে হল ১.৬০ শতাংশ। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত করোনা পজিটিভ হয়েছেন ২০ লক্ষ ২০ হাজার ২৯৬ জন। তবে তার মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশই করোনা মুক্ত হয়ে গিয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাসে রাজ্যে কারও মৃত্যু হয়নি। তবে সব মিলিয়ে এ রাজ্যে মারণ ভাইরাসের বলি মোট ২১ হাজার ২০৫ জন। বুলেটিন বলছে, একদিনে রাজ্যে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৫৪ জন। এখনও পর্যন্ত বাংলার ১৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩৬০ জন ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী। বর্তমানে সুস্থতার হার ৯৮.৯১ শতাংশ। আপাতত হোম আইসোলেশনে রয়েছেন ৭১৩ জন। আর হাসপাতালে ভরতি ১৮ জন করোনা আক্রান্ত। এদিকে, বর্তমানে রাজ্যের সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা লাগিয়ে বেড়ে দাঁড়ল ৭৩১ জনে। করোনা বিধি উঠে যেতেই সংক্রমণ রুখতে নমুনা পরীক্ষা চলছে। একদিনে ৭ হাজার ৬৯৫টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ৪ হাজার ৫০৮টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

মোহালি হাসপাতালে ভর্তি শিরোমণি আকালি দলের প্রকাশ সিং বাদল

চণ্ডীগড়, ১২ জুন (হি. স.) : শনিবার রাতে শারীরিক অসুস্থতার কারণে মোহালি হাসপাতালে ভর্তি করা হল শিরোমণি আকালি দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা পাঞ্জাবের পাঁচবারের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল। রবিবার দলের মুখপাত্র একথা জানিয়েছেন।তবে তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।৯৪ বছর বয়সী এই বৃদ্ধকে ৬ জুন গ্যাস্ট্রিক সংক্রান্ত সমস্যার কারণে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। পরের দিন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বছরের শুরুতে বাদল করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁকে কোভিড-পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মোহালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি কার্ডিয়াক এবং পালমোনারি চেক-আপও করেছিলেন।

প্রচারের নেশায় এসব করছে বিজেপি: কুণাল ঘোষ

কলকাতা,১২ জুন (হি. স.): উত্তপ্ত হাওড়া। বিভিন্ন জায়গায় জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে পার্টি অফিস,গাড়ি। এমনকি হাওড়ায় একের পর এক বিজেপি অফিসে হামলার অভিযোগ। এই ঘটনায় রবিবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুলিশ-প্রশাসনের বিরুদ্ধে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মেয়ো রোডে গান্ধী মূর্তির সামনে অবস্থানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। এই ঘটনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রচারের নেশায় এসব করছে বিজেপি' মন্তব্য তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের।বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে এই প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, প্রচারের নেশায় এসব করছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার আর দিলীপ ঘোষ আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছে। তৃণমূলের পার্টি অফিসও ভাঙচুর করা হয়েছে।

রাজ্য জুড়ে প্রকোপ বাড়তে চলেছে বর্ষার

কলকাতা,১২ জুন (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল শহরবাসী। মাঝে মধ্যে দু-এক পশলা বৃষ্টির দেখা মিললেও কমছে না গরম। তবে,এবার রাজ্যে চুকতে চুকতে চলেছে বর্ষা এমনটাই খবর আবহাওয়া দফতর সূত্রে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, ১৪ জুনের পর থেকেই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। তবে, উত্তরবঙ্গে মাঝেমধ্যেই চলবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি। অপরদিকে ১৪ থেকে ১৬ জুনের মধ্যে উত্তরবঙ্গের দিক থেকে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের দিকে এগোবে বর্ষা। সোমবার জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বিকেলের পর বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত হতে পারে কলকাতা ও তার আশেপাশের এলাকায়।

যুবভারতীতে শেষ মুহূর্তের গোলে আফগানদের হারাল ভারত

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.) : টানটান উত্তেজনার ম্যাচে যুবভারতীতে ফের উড়ল ভারতীয় ফুটবল দলের বিজয় ধ্বজা। সৌজন্যে সুনীল ছেত্রী এবং সাহাল আবদুল সামাদ। শেষ কয়েক মিনিটে ৩ টি গোল হল। আর ভারত জিতল ২-১ গোলে। এই জয়ের ফলে এএফসি কাপের মূল পর্বের দিকে অনেকটা এগিয়ে গেল ভারত সাফ অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে ভারতীয় দলকে যারা কোনও দেশ বেগ দিয়ে থাকে, তাদের সেই দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান। তাদের একাধিক ফুটবলার বিদেশে খেলার জন্যই শুধু নয়, শারীরিকভাবেও ভারতীয় দলের থেকে এগিয়ে। এর আগে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়িং রাউন্ডের ম্যাচে দু'বার দেখা হওয়ার পরেও আফগানিস্তানকে হারাতে পারেননি সুনীল ছেত্রীরা। দু'বারই ম্যাচ ড্র হয়। শনিবারের যুবভারতীতে সব অঙ্ক বদলে দিলেন সুনীল ছেত্রীরা চাপের মুখে আফগানদের হারিয়ে এএফসি এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল ভারত। শেষ ম্যাচে হংকংয়ের বিরুদ্ধে হারলেও এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ থাকবে ভারতের কাছে।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে

কটক, ১২ জুন (হি. স.) : আজ রবিবার ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ। ম্যাচকে ঘিরে উন্মাদনা তুঙ্গে। প্রথম ম্যাচ দিল্লিতে ভারত হেরে আজ সন্ধ্যায় কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে খেলতে নামবে দুই দল। সূত্রের খবর, এদিনের ম্যাচ দেখতে সম্ভবত বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি এবং মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক উপস্থিত থাকতে পারেন শনিবার প্র্যাকটিসে যে ভাবে গ্যালারিতে ভিড় জমালেন ওড়িশার ক্রিকেটপ্রেমীরা-তা দেশের অন্যপ্রান্তে কমই দেখা যায়। পন্থ-পান্ডিয়াদের নিয়ে কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের প্র্যাকটিসে এই ছিল মাঠের পরিবেশ। বায়ো বাবল সরিয়ে চলছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। এই মাঠে ৬-৭ মাস কোনও ম্যাচ হয়নি। নুতন উইকেট। হাল্কা ঘাস আছে। মাঠের মাঝে ৫ টি উইকেট আছে। একটি বাছাই করা আছে ম্যাচের জন্য। তারই পাশে দুই দলের বোলাররা ম্যাচে বল করার 'ফিল' নিতে স্পিন উইকেট লাগিয়ে প্র্যাকটিস সারলেন। আর মাঠের দুপাশে ছিল, দুটি করে নেট। দক্ষিণ আফ্রিকা প্র্যাকটিস সেরে স্টেডিয়াম ছাড়ার মুখে ভারতীয় দল মাঠে আসে। আর গ্যালারিতে থাকা হাজার হাজার ভারতীয় দলের সমর্থকদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মত।শেষ বার এই স্টেডিয়ামে ম্যাচ হয়েছিল কোভিড লক ডাউনের আগে। ২০১৯ সালে। ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিল।

রাঁচিতে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হল ৩৬ ঘণ্টা পর

রাঁচি, ১২ জুন (হি. স.) : প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর রবিবার সকাল থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে ফের ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হল। প্রসঙ্গত, শুক্রবার এখানে একরা মসজিদের কাছে নূপুর শর্মার বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীরা পাথর নিক্ষেপ করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করে। এরপর সন্ধ্যায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। হিংসার ঘটনার পর এলাকায় জারি করা ১৪৪ ধারা, বর্তমানে বলবৎ রয়েছে।

আজও থমথমে রেজিনগর ও বেলডাঙা

কলকাতা,১২ মে (হি. স.): হাওড়ার পর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে একাধিক জায়গায় বিক্ষোভ-অবরোধ শুরু হয়। গতকালের পর রবিবারও থমথমে রেজিনগর ও বেলডাঙা।পয়গম্বর বিতর্কে মুর্শিদাবাদে যাতে গুজব ছড়িয়ে কোনওভাবে পরিস্থিতি খারাপ না হয় তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ইন্টারনেটে বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পয়গম্বর বিতর্কে গতকালের অশান্তির পর রবিবারও থমথমে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও বেলডাঙা। দুটি এলাকাতেই পুলিশ মোতায়েন হয়েছে , চলছে পুলিশি টহল। বেলডাঙা ১ ও ২ নম্বর ব্লক এবং রেজিনগর ও শক্তিপুর থানা এলাকায় মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকে জন্মদিনে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : রবিবার কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী এক টুইট বার্তায় বলেছেন- 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর জিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি ভারতীয় কৃষি খাতকে রূপান্তরিত করতে এবং কৃষকদের ক্ষমতায়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ঈশ্বর তাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

মধ্যপ্রদেশে ব্যবসায়ীর ২০ লাখ টাকা ছিনতাই, গ্রেফতার ৫

জব্বলপুর, ১২ জুন (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরের এক ব্যবসায়ীর নগদ ২০ লাখ টাকা এবং কিছু ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ছিনতাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করার পর ফেরার সময় দুই ব্যক্তি ওই ব্যবসায়ীর থেকে নগদ টাকা ছিনতাই করে।

পুলিশ ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (জবলপুর জোন) উমেশ জোগা বলেন, গ্রেফতারের পর অভিযুক্তরা পুলিশকে জানায়, তারা তাদের খণ পরিশোধ, মাদক কেনা এবং দ্রুত অর্থ উপার্জনের জন্য এই অপরাধ করেছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তরা হলেন কমলেশ খারিয়া ওরফে কাম্মু (২০), আনন্দ চৌধুরী (২৩), সুমিত বেন (২১), শিবম চাম্পোরিয়া (২২) এবং গৌরব চৌরাসিয়া (২২)।

মাদারিহাটে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল দোকান

মাদারিহাট, ১২ জুন (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই একটি মুদিখানা দোকান। মাদারিহাট ব্লকের উমাচরণপুর নয় মাইলে ঘটনাটি ঘটেছে। শনিবার মধ্য রাতের এই ঘটনায় আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি। অন্যদিকে দেরী করে আসায় জনতার রোষের মুখে পড়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান দমকল কর্মীরা। এই ঘটনায় কেউ বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে বলেই মনে করছেন দোকানের অন্যতম মালিক গণেশ সাহা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ নয় মাইলের গণেশ সাহা ও কার্তিক সাহার মুদির দোকানে আগুন লাগে। গণেশ জানান, দোকান বন্ধ করে যাওয়ার সময় বিদ্যুতের মেইন সুইচ বন্ধ করে যান। তাঁর ধারণা, কেউ বাইরে থেকে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এদিকে, আগুন নেভাতে এসে সুজয় সরকার নামে স্থানীয় গুরুতর জখম হয়েছেন। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার ভর্তি আছেন।স্থানীয়দের অভিযোগ, আগুন লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফালাকাটার দমকল কর্মীদের খবর ফোন করলেও কেউ ফোন ধরেননি। এরপর ফালাকাটা থানায় ফোন করা হয়। প্রায় দুই ঘন্টা পর ফালাকাটা থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন আসে। তবে ততক্ষণে স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে চলে আসে। জনতার রোষের মুখে পড়ে দমকল কর্মীরা গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান। দোকান মালিক জানান, দোকানের মালপত্র পুড়ে গিয়েছে।

জামে মসজিদের বাইরে বিক্ষোভ করায় দুই ব্যক্তি গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : জামে মসজিদের বাইরে বিক্ষোভ করায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে। কোনও অনুমতি ছাড়াই জুমার নমাজের পর জামা মসজিদের বাইরে বিক্ষোভ করার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মহম্মদ নাদিম (৪৩) এবং ফাহিম (৩৭)।শুক্রবার জামা মসজিদ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। তারা কোনও অনুমতি ছাড়াই জুমার নমাজের পরে জামা মসজিদ এলাকায় একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভে জড়িত অন্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত চলছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, জুমার নামাজের ঠিক পরেই প্রায় তিনশো লোক মাসজিদর্ভারী জামা মসজিদের বাইরে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে শুরু করে।

করোনার থাবায় হস্টেল ছাড়ছেন কলেজের পড়ুয়ারা

জলপাইগুড়ি, ১২ জুন(হি.স.) : সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ছে জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও। ইতিমধ্যে পাঁচজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর। এমন পরিস্থিতিতেআতঙ্কে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন পড়ুয়ারা।কলেজের তরফে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের পঠনপাঠন বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এই তিন বর্ষের পরীক্ষাও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংক্রমণ নিয়ে নিয়ে পড়ুয়াদের অভিভাবকরাও চিন্তিত। শনিবার থেকে কলেজের হস্টেল ফাঁকা হতে শুরু করেছে। রবিবারও অনেক পড়ুয়া হস্টেল ছেড়ে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছেন। ১৫০ জনের মধ্যে এই মুহূর্তে হস্টেলে ২০-২২ জন পড়ুয়া রয়েছেন। তাঁরাও বাড়ি ফিরবেন। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে পড়ুয়াদের হস্টেল ছাড়ার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, পড়ুয়াদের সুরক্ষার জন্য তাঁদের হস্টেলে থাকারই কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কেউ যদি হস্টেল ছেড়ে চলে যান, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। সংক্রমণের কারণে শুধু পঠনপাঠন ও পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে।এদিকে, কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে কলেজে র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

অনিদ্রার কারণে কি ডায়াবেটিস হতে পারে?

আমরা অনেকেই শুনে থাকি যে, ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রার কারণে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখা দেয়। আর এগুলোর মধ্যে বিপাকীয় কার্যক্রম ব্যাহত, গ্যাস্ট্রিক, স্ট্রেসসহ বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এ ছাড়া অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন তৈরি হয় যে, অনিদ্রার কারণে ডায়াবেটিস হতে পারে কিনা?

এ বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইনসোমনিয়া বা পর্যাপ্ত ঘুম না হয়ে থাকলে তা বিপাকীয় ক্রম ব্যাহত করতে পারে। এ ছাড়া অপর্যাপ্ত ঘুমের কারণে কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ হয়ে থাকে। আর এটি ইনস্যুলিন প্রতিরোধের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়।

এই স্ট্রেস হরমোনগুলো কার্বোহাইড্রেটযুক্ত ও চিনিযুক্ত উচ্চ খাবার এবং পানীয়গুলোর প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে তুলতে পারে। এতে করে ওজন বাড়তে পারে এবং এভাবে একপর্যায়ে টাইপ-২ ডায়াবেটিস হতে পারে। শুধু তাই নয়, অপর্যাপ্ত ঘুম লেপটিন হরমোনকেও কমিয়ে দেয়, যা শরীরে কার্বোহাইড্রেটের আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। আর কার্বোহাইড্রেটের বিপাক নিয়ন্ত্রণের জন্যও লেপটিন দায়ী। তাই আপনি যদি নিদ্রাহীনতায় ভুগে থাকেন, তবে চিনির মাত্রার ওপর বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমেরিকান একাডেমি অব স্লিপ মেডিসিন এবং স্লিপ রিসার্চ সোসাইটির মতে, সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য প্রতি রাতে অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ। আর দিনেরবেলা ক্লান্ত বোধ করলে তা রাতে খারাপ ঘুম হওয়ার একটি প্রধান লক্ষণ।

গরমে শিশুর ডায়রিয়া হলে কী করবেন?

গরমে শিশু-কিশোরদের ডায়রিয়ার সমস্যা দেখা দেয়। দিনে তিন বা এর চেয়ে বেশি বার পাতলা পায়খানা হতে শুরু করলে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

শিশুর ডায়রিয়ার চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ ডা. আ ফ ম হেলালউদ্দিন।

পরিপাকতন্ত্রে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণেই ডায়রিয়া হয়ে থাকে। এই সময় ব্যাপক হারে ডায়রিয়ার প্রধান কারণ রোটা ভাইরাস, কখনও কখনও নোরো ভাইরাস। পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে বা প্রবল জ্বর দেখা দিলে তা ভাইরাস নয়, বরং ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

ডায়রিয়া পানিবাহিত রোগ। দূষিত পানি পান করার মাধ্যমে এ রোগ হয়। শহরে ট্যাপের পানি অনেক সময় সেপটিক ট্যাংক বা সুয়ারেজ লাইনের সংস্পর্শে দূষিত হয়। অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, যেখানে-সেখানে ও পানির উৎসের কাছে মলত্যাগ, সঠিক উপায়ে হাত না ধোয়া, অপরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ এবং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে এ সময় দোকান, রেস্তোরাঁ বা বাসায় ফ্রিজের খাবারে পচন ধরা ইত্যাদি ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ। ডায়রিয়া হলে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে যায় এবং রক্তে লবণের তারতম্য দেখা দেয়। এই দুটোকে রোধ করাই ডায়রিয়ার মূল চিকিৎসা। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর অন্তত দুই গ্লাস খাবার স্যালাইন পান করুন। সঠিক পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ও হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে এই স্যালাইন তৈরি করতে হবে।

পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত, জ্বর, প্রচণ্ড পেটব্যথা বা কামড়ানো, পিচ্ছিল মল, মলত্যাগে ব্যথা ইত্যাদি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করুন। যথেষ্ট প্রস্রাব হচ্ছে কি না, লক্ষ্য করুন। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া বা জিব ও ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া পানিশূন্যতার লক্ষণ। এ সব লক্ষণ দেখা দিলে বা বমির কারণে পর্যাপ্ত স্যালাইন না খেতে পারলে শিরায় স্যালাইন দেয়ার জন্য হাসপাতালে যান।

নাকের হাড় বাঁকা থাকলে যেসব সমস্যা হতে পারে

অনেকের জন্মগতভাবেই নাকের হাড় বাঁকা। এটিই খুবই সাধারণ একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। তবে আপনার নাকের মাঝখানের হাড় অতিরিক্ত বাঁকা হয়ে থাকলে এর ফলে কিছু জটিল সমস্যা দেখা দেয়। এমন ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করা লাগতে পারে।

নাকের বাঁকা হাড়ের চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক-কান-গলা রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আব্দুল হাফিজ শাফী।

যেসব সমস্যা হতে পারে

নাকের হাড়টা যেদিকে বাঁকা, সেই পাশে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। নাক বন্ধ মনে হতে পারে কারণ বাঁকা অংশে বাতাস চলাচলের পথ সরু থাকে। মাথাব্যথা, মাথায় চাপচাপ অনুভূতি, সবসময় সর্দি, এমনকি কানেও তালা লাগার মতো সমস্যা হতে পারে। হাড় বাঁকার কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত এবং নাকের ভেতরে ইনফেকশন হতে পারে।

হাড় বাঁকার কারণে সাইনাস ইনফেকশনের সময় নিঃসৃত হওয়া শ্লেষ্মা (পোস্ট ন্যাসাল ড্রিপ) রোগীর নাকের পিছনে অথবা গলায় জমা হতে পারে। এই পোস্ট ন্যাসাল ড্রিপের শ্লেষ্মা জমা হওয়ার ফলে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, গলায় অস্বস্তি, গলাব্যথা, ঘ্রাণানুভূতি হারানো অথবা প্রায়সময় গলা পরিষ্কার করার প্রয়োজন হতে পারে। নাক দিয়ে শ্বাস নিতে না পারার কারণে রোগী নাক ডাকে, ঘুমের মধ্যে মুখ শুকিয়ে যায়।

চিকিৎসা নাকের হাড় বাঁকা থাকলে এবং এ হাড় বাঁকার কারণে সৃষ্ট সমস্যা প্রাথমিকভাবে ওষুধ দ্বারাও সমাধান না হলে এবং সবসময় ড্রপ ব্যবহারের দরকার হলে অপারেশনের মাধ্যমে একে ঠিক করে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সার্জারির বিকল্প নেই। আমাদের নাকের মাঝখানের পার্টিশন কয়েকটি হাড় এবং কার্টিলেজের সমন্বয়ে গঠিত।

বেঁকে যাওয়া সেপটাম অর্থাৎ নাকের পার্টিশন সোজা করতে এবং নাকের মধ্যকার বাতাস চলাচল সহজ করতে যে সার্জারি করা হয় তাকে সেপ্টোপ্লাস্টি বলা হয়। তবে বয়সভেদে অপারেশনের ধরনেও রয়েছে ভিন্নতা। অপারেশনের পর ২৪ ঘণ্টার জন্য রোগীর নাকের ভেতরে প্যাক দেওয়া হয়, এ সময়ে রোগীকে আগে থেকে কাউন্সিলিং করা হয় মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য।

অপারেশন নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা

আমাদের মন এখনো কুসংস্কারে ভরা, তাই আধুনিক যুগে এসেও নাকের হাড় বাঁকায় কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করে অজান্তে নিজের ক্ষতি করে থাকেন। অনেকের মধ্যে একটি ধারণা কাজ করে, নাকের হাড় বাঁকার অপারেশন করলেও রোগটি আবার হতে পারে। তবে ধারণাটি একদম সঠিক নয়। ভালোভাবে দক্ষ সার্জনের মাধ্যমে অপারেশন করা হলে রোগী অবশ্যই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। তবে এখানে মনে রাখতে হবে অ্যালার্জিজনিত কারণে নাকের মাংস বৃদ্ধি হলে অপারেশনের পর আবার সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু নাকের অ্যালার্জি না থাকলে হাড় বাঁকার অপারেশন করার পর আবার কোনো সমস্যা সাধারণত দেখা দেয় না।

রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। এবং শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায়ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপনাকে এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে না একেবারেই। খুবই সহজলভ্য কয়েকটি খাবার আপনার রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করবে। আপেল— আপেল রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের কোলেস্টেরল কমায় ও রক্তনালীতে প্লাক জমার প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১টি আপেল রক্তনালির শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। ব্রকলি— ব্রকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালী নষ্ট করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। ব্রকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

দারুচিনি--- দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালিতে প্লাক জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

তৈলাক্ত মাছ—

তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্ত ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। তিসী— তিসী বীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালির প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সে সাথে রক্তনালির সুস্থতা নিশ্চিত করে। গ্রিন টি— গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাচেটিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

যেসব খাবারে অবসাদ দূর হয়

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অফিসের যেকোনো কারণে আপনার মধ্যে অবসাদ ভর করতে পারে। অনেক সময় কাজের চাপেও এমনটি হয়। দীর্ঘমেয়াদে এই ডিপ্রেশন বিষিয়ে দেয় জীবন।

খাদ্যাভ্যাস ও জীবন পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনলে অবসাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো সেসব খাবার সম্পর্কে জানিয়েছেন।

* ম্যাগনেশিয়াম : অবসাদের লক্ষণের মধ্যে অন্যতম হলো হালকা

অমনোযোগিতা ও আত্মহননের ইচ্ছা। এটা ম্যাগনেশিয়ামের অভাবে হতে পারে। ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবারে মন ভালো থাকে ও উন্নত হয়। এ জন্য খেতে হবে মিষ্টিকুমড়া, সূর্যমুখীর বিচি, তিসির বীজ, আলমন্ড, কাজুবাদাম, বিনস, ডাল, মাসকলাই, সয়াবিন, গাঢ় সবুজ শাক যেমন পালংশাক এবং গোটা শস্য।

* ভিটামিন সি : এটি এন্টিঅক্সিডেন্ট। যা সাধারণ ঠান্ডা উপশম করে। এ ছাড়া হৃদরোগ, ক্যানসার, স্ট্রোক, চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এটি মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থ নিয়ন্ত্রণ করে মনকে ঠিক রাখে। এগুলো হলো নিউরোট্রান্সমিটার ও নরইপিনেফ্রিন। প্রতিদিনের খাবারে ভিটামিন সি যেমন-স্ট্রবেরি, বেলপেপার, তরমুজ, আনারস, জাম, টমেটো, গাঢ় সবুজ শাকসবজি অথবা ভিটামিন সি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।

*মেডিটেরিয়ান ডায়েট: এক গবেষণায় দেখা গেছে মেডিটেরিয়ান ডায়েট অবসাদ বা ডিপ্রেশন কমাতে সাহায্য করে। মেডিটেরিয়ান ডায়েটে প্রাধান্য পায় মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি।

* ভিটামিন বি : বি এবং ফলিক অ্যাসিড ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি দেয়। আমাদের মুডকে নিয়ন্ত্রণ করে ও মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছে দেয়। সব বি-ভিটামিনই এ কাজ করে থাকে। ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন বি৬, ভিটামিন বি১২-এর ঘাটতি তৈরি করে। এটা গামা এমাইনো বিউটাইরিক অ্যাসিড-এর ওপর কাজ করে সেরোটোনিন ও ডোপামিন-এ ওপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি নিু মাত্রায় নিউরোট্রান্সমিটারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে অবসাদ ও অন্যান্য মুডকে বিশৃঙ্খল করে থাকে।

*মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড অলিভ অয়েল, ক্যানোলা অয়েল, বাদাম, তেল, কাজু বাদাম, সরিষার তেল। পর্যাপ্ত ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় মাছ, বাদাম এবং ডাল থেকে।

মাংস ও এলকোহল এ সময় বাদ দেওয়াই ভালো।

এছাড়া শারীরিক ব্যায়ামেও অবসাদ দূর হবে।

* ব্যায়াম : প্রতিদিন ৩০-৫০ মিনিট ব্যায়াম ডিপ্রেশন বা অবসাদ কমাতে সাহায্য করে। এটা মন ভালো করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। যখন আমরা ব্যায়াম করি, আমাদের শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এটি আমাদের প্রশান্তি দেয়, আমাদের শরীর থেকে রাসায়নিক নিঃসরণ হয় যা আমাদের ভালো অনুভূতি দেয়।

* মেডিটেশন : শক্তিশালী মন ও শরীরের সংযোগ আমাদের প্রশান্তি ও সুখভাব অনুভবে সাহায্য করে। মেডিটেশনের জন্য প্রয়োজন নিরিবলি, একলা, আরামদায়ক ভঙ্গি ও সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস। এর মাধ্যমেই নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর ছায়া ফেলে মনোযোগী হতে হবে। বাস্তব এবং জাগতিক বিষয় ভুলে একাগ্রচিত্তে প্রতিদিন ১৫ মিনিট মেডিটেশন করলে অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

* যোগব্যায়াম : ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সেন্ট্রাল হেলথের মতে ৭৩ শতাংশ লোক যোগব্যায়ামের মাধ্যমে অবসাদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এ ছাড়া মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়ার অনুশীলন করলে ভালো থাকা যায়।

ভ্যারিকোস ভেইনের উপসর্গ কী

ত্বকের ঠিক নিচের শিরাগুলো যখন মোটা হয়ে ফুলে উঠে একেবেঁকে সর্পিলভাবে অগ্রসর হয়, তখন তাকে ভ্যারিকোস ভেইন বলা হয়। ভ্যারিকোস ভেইন মূলত পায়ে হলেও শরীরের অন্য স্থানেও হতে পারে। এমনটি হলে মাঝে মাঝে শরীর বেশ চুলকায়। দেখতেও বিশ্রী। অনেক সময় অস্ত্রোপচার করা লাগে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আবুল হাসান মুহম্মদ বাশার।

ত্বকের নিচে অবস্থিত পায়ের সবচেয়ে বড় শিরা- লং স্যাফানাস ভেইন এবং এর উপশাখাগুলো এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। পায়ের পাতার উপরিভাগ এবং গোড়ালি ও পায়ের ভেতরের দিক থেকে শুরু হয়ে ওপরে উরুর ভেতরের দিকে এসব আঁকাবাঁকা শিরাগুলোর শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হয়। শর্ট স্যাফানাস ভেইননামে পায়ের অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি শিরা ও তার উপশাখাগুলোও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এদের বিস্তৃতি মূলত হাঁটু ও পায়ের পেছন বা বাইরের দিকে।

ভ্যারিকোস ভেইনের উপসর্গ

ভ্যারিকোস ভেইন দৃষ্টিকটু একটা রোগ। সঙ্গত কারণেই এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বিশেষ করে মহিলারা তাদের আক্রান্ত পা নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। প্রাথমিক অবস্থায় পায়ে ব্যথা অনুভূত হয়, পা ভারী বোধ হয় এবং হাঁটতে ক্লান্তি লাগে। পরবর্তী সময়ে পায়ের আক্রান্ত অংশ ফুলে যায়, অল্প আঘাতে ফুলে যাওয়া শিরা থেকে রক্তক্ষরণ হয়, শুকনো বোধ হয়, চুলকায় ও আক্রান্ত অংশের চামড়ার রং কালো হয়ে যেতে থাকে। একপর্যায়ে আক্রান্ত অংশে ঘা হয়, যা সহজে শুকাতে চায় না বা শুকালেও আবার দেখা দেয়।

ভ্যারিকোস ভেইনের সম্ভাব্য জটিলতা

ভ্যারিকোস ভেইন থেকে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা অপেক্ষাকৃত কম। ক্ষেত্রবিশেষে নিচের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে- আক্রান্ত শিরাগুলো থেকে বারবার রক্তক্ষরণ হতে পারে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে ভ্যারিকোস ভেইন থেকে সৃষ্ট চুলকানি ও ত্বকের নিচে জমা হতে থাকা রক্তের লৌহজাত উপাদান থেকে ত্বকের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। আক্রান্ত শিরাগুলোর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে কখনও কখনও হঠাৎ তীব্র ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে। শিরার ভেতরে জমাট বাঁধা এ রক্ত ছুটে গিয়ে ফুসফুসে আটকাতে পারে, যার কারণে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে যদিও এ আশংকা খুব কম। ভ্যারিকোস ভেইন থেকে সৃষ্ট ঘা ক্ষেত্রবিশেষে ক্যান্সারেও রূপ নিতে পারে।

ভ্যারিকোস ভেইন কেন হয়

পায়ের শিরার কথা যদি ভাবি, তাহলে দেখা যায়, স্বাভাবিক নিয়মে এ শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত নিচ থেকে ওপরের দিকে অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীতে প্রবাহিত হয়। শিরার ভেতরে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর 'ভাল্ব' বা 'কপাটিকা' থাকে। রক্ত যেহেতু তরল, এর স্বাভাবিক প্রবণতা হল নিচের দিকে প্রবাহিত হওয়া। পায়ের মাংসপেশির সংকোচন বা মাসল পাম্প ও শিরার ভাল্বগুলো শিরার ভেতর দিয়ে প্রবাহমান তরল রক্তের এ সম্ভাব্য নিম্নমুখী প্রবাহকে প্রতিহত করে ও এর ঊর্ধমুখী প্রবাহকে নিশ্চিত করে। ভ্যারিকোস ভেইনে আক্রান্ত শিরার পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাল্বের (কুচকির কাছে সেফানো-ফেমোরাল জাংশান অথবা হাঁটুর পেছনে সেফানো-পপলিটিয়াল জাংশান) কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে রক্তের স্বাভাবিক ঊর্ধমুখী প্রবাহ বিঘ্নিত হয় ও রক্ত নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে। ফলে শিরার ভেতরে রক্তের চাপ বেড়ে যেতে থাকে। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকলে শিরাগুলো ফুলে গিয়ে ভ্যারিকোস ভেইনের সৃষ্টি করে। কেন শিরার এ ভাল্ব বা কপাটিকার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলোর ভূমিকা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়। শিরার দেয়ালের গঠনে জন্মগত দুর্বলতা। বেশি ওজন ও বেশি বয়স। সন্তান ধারণ। দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকা। এর সব ভ্যারিকোস ভেইনের কারণ না হলেও এরা সমস্যাকে প্রকট করে তুলতে পারে।

চিকিৎসা

প্রাথমিক পর্যায়ে অপারেশন ছাড়াই ভ্যারিকোস ভেইনের চিকিৎসা বা কমপক্ষে এর লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এ পর্যায়ে করণীয় হচ্ছে- পা উঁচুতে রাখা একটানা দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে বা বসে না থাকা বিশেষ ধরনের মোজা ও বিশেষ কিছু ওষুধ ব্যবহার করা।

একটা পর্যায়ে ভ্যারিকোস ভেইনের চিকিৎসায় অপারেশন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মূলত দুই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে- সনাতন পদ্ধতির অপারেশন : এ অপারেশনে কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে আক্রান্ত ফুলে যাওয়া শিরাগুলো তুলে ফেলা হয় ও রোগের কারণও নির্মূল করা হয়। রোগের বিস্তার খুব বেশি হলে সব জায়গায় কাটাছেঁড়া না করে কোনো কোনো জায়গায় ফুলে যাওয়া শিরার ভেতরে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রয়োগ করে এগুলোকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ চিকিৎসা পদ্ধতি স্কেলেরোথেরাপি নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে এসব শিরা ধীরে ধীরে চুপসে যায়।

লেজার ও রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন এটাই ভ্যারিকোস ভেইন চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কাটাছেঁড়া না করেই রোগের কারণ নির্মূলে লেজার বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে ব্যবস্থা নেয়া হয়। ফুলে যাওয়া শিরাগুলো নির্মূলে প্রয়োজনে স্কেলেরোথেরাপির সাহায্য নেয়া হয়। কাটাছেঁড়া করতে হয় না বলে উন্নত বিশ্বে লেজার এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন চিকিৎসা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও এসব পদ্ধতির প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

ফুলে যাওয়া শিরাগুলোও যেহেতে রক্ত চলাচলের একটা পথ, প্রশ্ন উঠতে পারে যে ওগুলো ফেলে দিলে বা বন্ধ করে দিলে রক্ত চলাচলে অসুবিধা হতে পারে কিনা। এর উত্তর- 'না'। কারণ প্রথমত ফুলে আঁকাবাঁকা হয়ে যাওয়া শিরাগুলো এমনিতেই রক্ত চলাচলে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না। দ্বিতীয়ত, মানবদেহের মাংসের গভীরে আরও মোটা শিরা বা ডিপ ভেইনস রয়েছে। রক্ত পরিবহনে এদের ভূমিকাই মুখ্য। তাই ত্বকের নিচের ফুলে যাওয়া শিরাগুলো ফেলে দিলেও কোনো অসুবিধা হয় না। মাংসের গভীরে বিন্যস্ত এ শিরাগুলো সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা- অপারেশনের আগেই তা বিশেষ একটি পরীক্ষার (ভাস্কুলার ডপ্লার বা ডুপ্লেকস্ক) মাধ্যমে দেখে নেয়া জরুরি। অন্যথায় ভ্যারিকোস ভেইনের অপারেশন করা নিয়মসিদ্ধ নয়। ভ্যারিকোস ভেইনের অপারেশন ও তার পূর্ববর্তী মূল্যায়ন একজন অভিজ্ঞ রক্তনালির সার্জনের হাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেজার বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন নাকি সনাতন পদ্ধতির অপারেশন

ভ্যারিকোস ভেইন চিকিৎসায় ওপরে বর্ণিত সব পদ্ধতিই কার্যকর। লেজার এবং রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশনের বড় সুবিধা হল কাটাছেঁড়া করতে হয় না বলে অপারেশনের তুলনায় সুস্থ হতে রোগীর সময় বেশ কম লাগে। এ মুহূর্তে আমাদের দেশে লেজার বেশ ব্যয়বহুল এবং এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। লেজার চিকিৎসার পর অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে বা তার আশপাশে ভ্যারিকোস ভেইন আবারও দেখা দিতে পারে। সেই তুলনায় সনাতন শল্য চিকিৎসার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল সবার জানা। সঠিকভাবে করা হলে এ অপারেশনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায় স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব। আমাদের দেশে ভ্যারিকোস ভেইনের রোগীরা যখন চিকিৎসা নিতে আসেন, রোগ তার আগেই অনেক বেশি বিস্তৃতি লাভ করে ফেলে। এসব ক্ষেত্রে কিছু কাটাছেঁড়া প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আকাশ

মিঠু ঘোষাল

ছেলেটা আকাশকে ভীষণ ভালোবাসতোন সবসময় আকাশের কথা বলতো, আকাশের কথা ভাবতোন আকাশের সমস্ত গল্প সে জানতোন গুলে খেয়েছিলো পুরান - বিজ্ঞানন

সবাই ভাবতো সে ঘুড়ি ওড়ায়, সে জানতো আকাশকে সে চিঠি পাঠায়ন

একদিন হঠাৎ - দেখে ঠাকুর ঘরে শিব ঠাকুর, গলায় নীল রং। প্রথমে ভাবল - আকাশ তাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, তাই এসে ঢুকেছে ঠাকুরঘরে ওন তারপর একদিন , পুথি পেড়ে পড়ে ফেলে পৌরাণিক গল্পটা! ছুটে যায় ছাদেন করজোড়ে বসে পড়ে, ওপর দিকে দৃষ্টি! সত্যিই তুমি ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ বিষে জর্জর সারা শরীর নিয়ে এমন করে আর কে হাসবে? - অঝোরে ছড়িয়ে দেবে অমৃতধারা, বৃষ্টি যার নাম!

নূপুর বিতর্কে সর্বদল বৈঠক রতুয়ায় শান্তি বজায় রাখার আহ্বান প্রশাসনের

রতুয়া, ১২ জুন (হি.স.): পয়গম্বর বিতর্কে উত্তপ্ত সমগ্র দেশ। জুমার নামাজের পর সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে বিক্ষোভ প্রদর্শন, অগ্নি সংযোগ করছে বিশেষ ধর্মের মানুষজন। এর মাঝে সর্বদলীয় শান্তি বৈঠকের ডাক দিল রতুয়া-১ ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয় রতুয়া বিদ্যাসাগর ভবনে।নূপুর শর্মার মন্তব্য ঘিরে দেশজুড়ে বিক্ষোভের মাঝে রবিবার মালদার রতুয়া বিদ্যাসাগর ভবনে সর্বদলীয় শান্তি বৈঠকের ডাক দিল রতুয়া-১ ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন। এদিন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া ১-এর বিডিও রাকেশ টোপ্পো, রতুয়া থানার আইসি সুবীর কর্মকার, রতুয়া-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ফজলুল হক, রতুয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি মহম্মদ হেসামুদ্দিন, তৃণমূল নেতা মহম্মদ হামেদ, মালদা জেলা সিপিআইএম জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জহুর আলম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রতুয়ার ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান এবং রতুয়ার বিভিন্ন এলাকার ইমাম, মোয়াজ্জেনরা।বিডিও রাকেশ টোপ্পো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং ইমাম মোয়াজ্জেনদের কাছে অনুরোধ করেছেন, নূপুর শর্মার মন্তব্যকে ঘিরে তাঁরা যেন কোনও আন্দোলন বা বিক্ষোভ না করেন। একইসঙ্গে এলাকায় শান্তি বজায় রাখার অনুরোধও জানানো হয়। এদিকে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ইমাম মোয়াজ্জেনরা নূপুর শর্মার মন্তব্যকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

পয়গম্বর বিতর্কে এবার নদিয়ায় ট্রেনে ব্যাপক ভাঙচুর, ব্যহত পরিষেবা

নদিয়া, ১২ জুন (হি.স.): পয়গম্বর বিতর্কে এবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ায়। বেথুয়াডহরি স্টেশনে রানাঘাট-লালগোলা মেমুতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বিশেষ ধর্মের বিক্ষোভকারীরা। প্রাণ বাঁচাতে এলোপাথাড়ি ছোটেন যাত্রীরা। ঘটনার জেরে আপাতত আপ লাইনে বন্ধ ট্রেন চলাচল। এই ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকজনকে।হজরত মহম্মদ ইস্যুতে তোলপাড় বাংলা। গত কয়েকদিন ধরে হাওড়ায় চলছে বিক্ষোভ-অবরোধ। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্ত থেকেও অশান্তির খবর প্রকাশ্যে এসেছে। রবিবার সন্ধেয় এই ইস্যুতে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল নদিয়ার বেথুয়াডহরি থানার কাছে। কয়েকহাজার মানুষের বিক্ষোভে অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাস্তা। সেখান থেকেই ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর বিক্ষুব্ধরা চলে যায় বেথুয়াডহরি স্টেশনে। সেই সময় রানাঘাট-লালগোলা মেমু স্টেশনেই ছিল। অভিযোগ, তখনই বিক্ষোভকারী চড়াও হয় ট্রেনে। ব্যাপক ভাঙচুর শুরু হয়।ট্রেনের ভিতরে ঢুকেও চলে ভাঙচুর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় বেথুয়াডহরি স্টেশনে। এরপর ধুবুলিয়া স্টেশনেও চলে তাণ্ডব।এই অশান্তির জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে আপ লাইনে ট্রেন চলাচল। বিভিন্ন স্টেশনে দাঁড়িয়ে বহু ট্রেন। এই অশান্তির জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার যাত্রীরা। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশের তরফে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে। বিধায়ক কল্লোল খাঁ এ বিষয়ে বলেন, "এদিন বিকেল থেকে বিক্ষোভ চলছিল। পরবর্তীতে ব্যাপক আকার নেয়। পুলিশ সামাল দিতে পারছিল না। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় অনেকটা আয়ত্তে এসেছে পরিস্থিতি।'

কীটনাশক খাইয়ে ১৪টি সারমেয়কে খুন দোষীদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল বনগাঁ

বনগাঁ, ১২ জুন (হি. স.) : অমানবিক মর্মান্তিক ঘটনা বনগাঁয়। কীটনাশক খাইয়ে একে একে খুন করা হয়েছে ১৪টি সারমেয়কে ! এমনই অভিযোগ উঠেছে বনগাঁর দুটি এলাকা থেকে। প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে উত্তাল গোপালনগরের নহাটা-নিমতলার ফুলবাড়ি। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশের তৎপরতায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। এই বিষয়ে গোপাল নগর থানায় একান্ত সরকারে নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রবিবার সকালে বনগাঁর গোপালনগরের ফুলবাড়ি এলাকায় পরপর সাতটি কুকুরকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। এছাড়াও অন্য এলাকা থেকে আরও ৭ টি কুকুরের দেহ পাওয়া যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। তাঁদের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা একান্ত সরকার নামে এক ব্যক্তি শনিবার রাতে দইয়ের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে এলাকার কুকুরগুলিকে। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে তাদের। এছাড়াও একাধিক কুকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে খবর।

অভিযুক্ত একান্ত সরকারের গ্রেফতারির দাবিতে রবিবার সকাল থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বনগাঁর গোপালনগরের ফুলবাড়ি এলাকায়। ব্যাহত হয় যান চলাচল। ঘটনাস্থলে ছুটে যান স্থানীয় সমাজকর্মী প্রদীপ সরকার। তিনি বলেন, ''কুকুরগুলিকে দইয়ের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে কেউ বা কারা। সেই কারণে সকাল থেকে কুকুরের মৃত্যু হওয়া শুরু হয়েছে। অবলা পশুকে যারা এভাবে মারল তাদের শাস্তি চাই।'' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। তাঁদের সামনেও চলে বিক্ষোভ। অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানান তাঁরা। দীর্ঘক্ষণ পর পুলিশি আশ্বাসে ওঠে বিক্ষোভ। জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে গোপাল নগর থানায় একান্ত সরকারে নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য, এহেন ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও বাংলার বুকেই একইভাবে সারমেয় হত্যার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে পথে নেমেছে পশুপ্রেমীরা। কিছুক্ষেত্রে শাস্তিও পেয়েছেন অভিযুক্তরা। তা সত্ত্বেও ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রাজ্য।

পুকুরে ডুবে মৃত্যু শিশুর

তুফানগঞ্জ, ১২ জুন (হি.স.) : কোচবিহারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রবিবার পুকুরে ডুবে মৃত্যু হল আড়াই বছর বয়সি এক শিশু। তুফানগঞ্জের ধলপল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট রামপুর এলাকার এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত শিশুর নাম জয়দেব দাস। রবিবার বাড়ির পাশে খেলছিল শিশুটি। সেই সময় কোনওভাবে সে পুকুরে পড়ে যায়। স্থানীয় কয়েকজন পুকুরে শিশুটিকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।পুলিশ জানিয়েছে, শিশুর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

টেট দুর্নীতির তদন্তে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১২ জুন (হি.স.): প্রাথমিকে টেট দুর্নীতি মামলায়এবার প্রাথমিক টেটের মামলাকারীকে তলব সিবিআইয়। রবিবার সকালে সেই মতই নিজাম প্যালেসে আসেন প্রাথমিক টেটের মামলাকারী সৌম্যেন নন্দী। ২০১৪ সালের প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষায় ফেল করেও অনেকে চাকরি পেয়েছেন, এমনটাই অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন সৌমেন। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সে ব্যাপারেই বিস্তারিত জানার জন্য মামলাকারিকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয় সিবিআই। রবিবার নিজাম প্যালেসে আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে সিবিআই দফতরে হাজির হন সৌমেন। ওই মামলাকারীর বক্তব্য, ২০১৪ সালে প্রাথমিকে নিয়োগ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন সৌমেন। পরে তিনি জানতে পারেন, প্রায় ৬৮ জন অকৃতকার্য হওয়া সত্ত্বেও চাকরি পেয়েছেন। এই খবর জানার পর আরটিআইয়ের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য জানতে চান সৌমেন। কিন্তু রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড তাঁকে কোনও রকম তথ্য দেয়নি। বারংবার চেষ্টা করেও তথ্য না পাওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।প্রসঙ্গত, এসএসসির পাশাপাশি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, এই মামলায় চন্দন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে আসছে, যিনি টাকা নিয়ে বেআইনি ভাবে চাকরি দিয়েছে বলে অভিযোগ।ওই ব্যক্তিকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার ছাড়পত্রও সিবিআইকে দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

পানিহাটির মেলায় দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা রাজ্য প্রশাসনের

বারাকপুর, ১২ জুন (হি. স.): পানিহাটির মহোৎসব তলা ঘাটে দই-চিঁড়ের মেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রবিবার সকালে মেলায় এসে প্রচণ্ড গরমে মৃত্যু হল তিনজনের।ঘটনায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে।

পানিহাটিতে গঙ্গা তীরবর্তী মহোৎসবতলা ঘাটে দণ্ড মহোৎসব পালিত হয় ৫০৫ বছর ধরে। কথিত আছে, এই জায়গা থেকে দই-চিঁড়ে খেয়ে শ্রীচৈতন্যদেব রওনা দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে। সেই তিথিতে পানিহাটির এই জায়গায় বসে দই-চিঁড়ে মেলা। মাঝে করোনার প্রকোপে ২ বছর ধরে বন্ধ ছিল এই উৎসব। তাই এবছরের অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসাহ ছিল অনেক বেশি। তা আঁচ করে আগে থেকে প্রশাসন প্রস্তুতিও নিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সকাল থেকেই কাতারে কাতারে মানুষ মেলায় আসছিলেন। লক্ষ লক্ষ জনসমাগম হয়। বেলা বাড়তেই গরম ও আর্দতা বেড়ে ছিল মারাত্মক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভিড় বাড়তে থাকায় মেলার মধ্যে পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সেখানেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় তিনজনের। মৃতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গিয়েছে। সুভাষ পাল (৬৬) এবং শুক্লা পাল (৬২)। তারা মেলা প্রাঙ্গনের পাশে ফ্ল্যাটে থাকতেন। গুরুতর অসুস্থ আরও দুইজন। তাঁরা খড়দহের বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও অনেকে। মেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশকর্মীরা। ঘটনাস্থলে আসেন সিপিও। দ্রুত মেলা প্রাঙ্গন খালি করে দেওয়ার চেষ্টা চলে। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর্যন্ত মেলাস্থলে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীরা প্রবেশ করছেন। মেলা বন্ধ করা হয়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বিধায়ক নির্মল ঘোষও। তিনি জানিয়েছেন, "প্রচণ্ড গরমে ১৫ জন পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"পানিহাটির মেলায় মৃত্যুর খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে শোকপ্রকাশ করেছিলেন। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফোনে তিনি কথাও বলেন। তারপর তাঁর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে সাহায্য ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনার জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে পানিহাটি থেকে কোন্নগর ফেরি চলাচলও।

মালদায় ক্যানসার রোগীদের জন্য চুল সংগ্রহ শিবির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নতুন আলো'-র

মোথাবাড়ি, ১২ জুন (হি.স.) : ক্যানসার রোগীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ মালদায়। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'নতুন আলো' -র উদ্যোগে মালদা শহরের আইএমএ ভবনে মালদা জেলায় প্রথম স্বেচ্ছায় চুলদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এই শিবিরে সুমন দাস একমাত্র পুরুষ হিসাবে চুলদান করতে এগিয়ে আসেন। এছাড়াও এই চুলদান কর্মসূচিতে মোট ১৬ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন।

রবিবার মালদা জেলা ছাড়াও পার্শবর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে একাধিক মহিলারা চুলদান করতে এগিয়ে আসেন। কালিয়াচকের জয়শ্রী রায় ও মালদা শহরের নিপা দত্ত চুলদান শিবিরে দ্বিতীয়বার চুল দান করেন। এর আগে তাঁরাই প্রথম মহিলা যাঁরা মালদা জেলায় চুলদান করেছিলেন। স্কুল পড়ুয়া শ্রদ্ধা জয়সওয়াল ক্যানসার রোগীদের জন্য চুলদান করতে এগিয়ে আসে। এছাড়াও মালদা শহরের মাত্র ১১ বছরের একটি মেয়ে নর্থ পয়েন্ট ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ছাত্রী সৌরাশিস সাহাও চুলদান করে।প্রসঙ্গত, গত দু'বছর ধরে ক্যানসার রোগীদের জন্য সমাজসেবামূলক কাজ করে আসছে 'নতুন আলো' নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনটি বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে চুল সংগ্রহ করে প্রথমে খড়গপুর মূল অফিসে জমা দেয়। সেখানে গোটা রাজ্যের চুল সংগৃহীত হয়ে চলে যায় কেরলে। সেখানে সেই চুল দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে পরচুলো তৈরি হয়। সেই পরচুলোই হেয়ার ডোনেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ক্যানসার রোগীদের প্রদান করা হয়। হেয়ার ডোনেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তরফে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে ক্যানসার রোগীদের জন্য চুলের জোগান কম আছে। এর আগে হলদিয়া ও দুর্গাপুরে একটি করে স্বেচ্ছায় চুলদান শিবির হয়েছে। গোটা রাজ্যে তৃতীয় এবং মালদা জেলায় প্রথম এই ধরনের চুলদান শিবির আয়োজন করা হল।

কম্পিউটার ক্লাসে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন! গ্রেফতার শিক্ষক

হুগলি, ১২ জুন (হি.স.): হুগলিতে ক্লাসে নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার কম্পিউটার শিক্ষক। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির উত্তর পাড়ায়। রবিবার ধৃতকে শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যুবকের নাম সুরজ শা। কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা সে। হুগলির উত্তরপাড়া মাখলায় একটি বহুতল আবাসনে ওই যুবকের দিদি-জামাইবাবু থাকেন। সূত্রের খবর, দিদি ও জামাইবাবুর সেই ফ্ল্যাটেই এলাকারই অল্পবয়সী ছেলে ও মেয়েদের কম্পিউটার শেখাত সুরজ। সেখানেই সমস্যার সূত্রপাত। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, শনিবার দুপুরে কম্পিউটার ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল সুরজের। সেই সময় ওই যুবকের দিদি-জামাইবাবু ফ্ল্যাটে ছিলেন না।

অভিযোগ, দিদি-জামাইবাবু না থাকায় ফাঁকা ফ্ল্যাটে ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালায় সুরজ। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও ওই নাবালিকা বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজতে বের হন। বিভিন্ন জায়গায় হদিশ না মেলায় কম্পিউটার ক্লাসে এসে হাজির হন। দেখেন, ওই নাবালিকা কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। বেশ কিছুক্ষণ নাবালিকা কথা পর্যন্ত বলেনি। শেষে নির্যাতিতা তার মাকে সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলে।রাত ১১ টায় উত্তরপাড়া থানায় সুরজের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার গভীর রাতে অভিযুক্ত সুরজ শাকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত সুরজের বিরুদ্ধে পুলিশ পকসো আইনে মামলা করে তদন্ত শুরু করেছে। রবিবার ধৃতকে শ্রীরামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

শুভেন্দুকে হাওড়া যেতে বাধা, পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ বিরোধী দলনেতার

তমলুক, ১২ জুন (হি.স.): শনিবার টুইট করে হাওড়ায় যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু হাওড়ার অশান্ত জায়গা পরিদর্শনে যাওয়ার পথে এবার পুলিশের বাধার মুখে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোলাঘাটেও তাঁকে যেতে দেওয়া হল না। গাড়িতে বসেই পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান শুভেন্দু।রবিবার রাধামণি হাইরোডে শুভেন্দুর গাড়ি আটকায় পুলিশ। বিরোধী দলনেতাকে গাড়ি নিয়ে এগোতে বারণ করে। পুলিশের কথা শুনেই রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন শুভেন্দু। পুলিশকে সটান জানিয়ে দেন, 'আমি কাঁথি, হলদিয়া না কলকাতার বাড়িতে থাকব তা ঠিক করার এক্তিয়ার পুলিশের নেই।' তিনি হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।কাঁথির বাড়ি থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু হাওড়ার দিকে রওনা দেন। যদিও পুলিশের কাছে বিরোধী দলনেতা দাবি করেন, তিনি কোলাঘাটের গেস্ট হাউসে যাচ্ছেন। কেন তাঁকে রাধামণিতে আটকানো হল তার ব্যাখ্যা চান। শুভেন্দু বলেন, 'আমি জানি কোথা থেকে নির্দেশ নিয়ে এই কাজ করছেন। আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিরোধী নেতাকে এই ভাবে আটকানো যায় না।' এর পরেও পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদ চলে বিরোধী দলনেতার। পুলিশ তাঁকে ফিরে যেতে বলেন। গোটা ঘটনা নিয়ে তিনি রাজ্যপাল ও মুখ্যসচিবের কাছে অভিযোগ জানান। চিঠি পাঠান কাঁথি থানাতেও।

লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য ধরা দেবেই

করিমগঞ্জ (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : যে কোনও বিষয়ে সাফল্য পেতে হলে একাগ্রতা, দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর অধ্যাবসায় অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করলে সাফল্য আসতে বাধ্য। করিমগঞ্জ শহরে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কথাগুলো বলেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বরাক-তনয়া আয়ূষী কালোয়ার। সিটিজেন অ্যাকশন ফোরাম এবং রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজের যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে আয়ূষীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শনিবার রবীন্দ্র সদন মহিলা কলেজে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগামী দিনে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ জাগ্রত হবে এবং বরাকবাসীর মুখ আরও উজ্জ্বল হবে বলে উপস্থিত সকলেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। জেলার নির্বাচন আধিকারিক তথা আয়ূষীর বড় বোন জাগৃতি কালোয়ারও এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সর্বভারতীয় প্রশাসনিক এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মোকাবিলা করতে হয়েছে।এ সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে আয়ূষী জানান, লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য একদিন ধরা দেবেই। তবে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যাবসায় এবং ধৈর্যই হল সফলতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। একবার বিফল হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে চলবে না, আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। সভায় আয়ূষী স্পষ্ট জানান, ২০০০ সালে ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ হতে পারেননি তিনি। এতে তাঁর মধ্যে জেদ আরও চেপে বসে। বেঙ্গালুরুতে তিনি একটি বেসরকারি কোম্পানিতে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে আরও বেশি করে পড়াশোনা ও পরিশ্রম করতে শুরু করেন। কোচিঙের জন্য কোথাও যাননি। একমাত্র কম্পিউটার, ল্যাপটপ এবং মোবাইলকে সঙ্গী করে বাড়িতে বসেই শুরু করেন প্রস্তুতিপর্ব।তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ইউপিএসসিতে উত্তীর্ণ হওয়া। অনেকে বলেছিলেন, ইউপিএসসিতে গুয়াহাটি পরীক্ষা কেন্দ্রের কোনও পরীক্ষার্থীকে সাফল্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। কিন্তু তিনি কারও কথায় কান না দিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত একাগ্রতা, ধৈর্য্য ও সাধনার জন্যই সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন। রাজ্যের দুজন ইউপিএসসিতে রেঙ্ক পেয়েছেন। এর মধ্যে বরাকের আয়ূষী কালোয়ার একজন। আগামী দিনে বরাক থেকে ন্যূনতম দশজন তরুণ-তরুণীকে ইউপিএসসি পরীক্ষায় সফলতার জন্য এখন থেকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান আয়ূষী।

সিটিজেন অ্যাকশন ফোরামের সভাপতি হবিবুর রহমান চৌধুরীর পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত এদিনের সংবর্ধনা সভায় প্রবীণ সাংবাদিক তথা সমাজসেবী সতু রায় বলেন, পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে যে সকল প্রশাসনিক আধিকারিকরা জনগণের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বেশি করতেন, তাঁদেরকে পদোন্নতির মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হত। সে সময় সাদা চামড়ার প্রশাসনিক আধিকারিকরা নিচুতলার লোকদের উপর জুলুমবাজি করার মানসিকতা নিয়েই চেয়ারে বসতেন। বর্তমানে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ইউপিএসসি পরীক্ষা নিয়ে আইএএস কিংবা আইপিএস আধিকারিকদের জন্ম দেওয়া হলেও এখানে গণতন্ত্রের মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয় না। যার ফলে আজ চতুর্দিকে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। বিগত দিনে এই জেলায় বহু আইএএস এবং আইপিএস আধিকারিকরা এসেছেন, যাঁরা অনেকেই অগণিত মানুষের চোখের জল নিয়ে ফিরে গেছেন, আবার অনেকে মানুষের চোখের বালি হয়ে অন্যত্র বদলি হয়ে গিয়েছেন। আয়ূষী প্রকৃতার্থে একজন সফল আইএএস আধিকারিক হয়ে মানুষের জন্য কাজ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন প্রবীণ সাংবাদিক তথা সমাজসেবী সতু রায়।

করিমগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক মোস্তফা আহমেদ বলেন, বিশ্বে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়লেও, প্রকৃত মানুষের সংখ্যা সেই তুলনায় বাড়ছে না। বর্তমান বিশ্বে প্রকৃত মনুষ্যত্বের এক চরম অবক্ষয় চলছে। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, বরাক উপত্যকার নবপ্রজন্মের সামনে আয়ূষী এক রোলমডেল হয়ে থাকবেন। কঠোর অধ্যাবসায় ও একাগ্রতাই যে জীবনে সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি, বর্তমান প্রজন্মের কাছে আয়ূষী কালোয়ার এক জ্বলন্ত উদাহরণ বলে এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন বিধায়ক কমলাক্ষ।

পুলিশ সুপার পদ্মনাভ বরুয়া বলেন, ইউপিএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে কোনও এক সময় তরুণ মেধাবীদের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক তাড়া করত। এমন-কি অসমের বহু এলাকায় এই পরীক্ষার নামই শোনা যেত না। গত দশ বছর থেকে ধীরে ধীরে এই পরীক্ষায় বসার কিছুটা আগ্রহী জন্মেছে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় উত্তরপ্রদেশ কিংবা মণিপুর থেকে এ রাজ্যের আইএএস কিংবা আইপিএস ক্যাডারের সংখ্যা খুবই নগণ্য। আয়ূষীর মতো আরও তরুণ-তরুণী বরাক তথা করিমগঞ্জ থেকে ইউপিএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান পুলিশ সুপার।সংবর্ধনা সভায় আয়ূষীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন বদরপুরের বিধায়ক আব্দুল আজিজ, প্রবীণ আইনজীবী রশিদ আহমদ, রবীন্দ্র সদন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ড. অশোককুমার দাস, আইপিএস আধিকারিক শীতল কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মহশ্বেতা চক্রবর্তী। স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে আয়ূষীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন কবি শিবানী গুপ্ত। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াঙ্কা দাসচৌধুরী। সংবর্ধনা সভার শেষ পর্বে জেলার বিভিন্ন স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা আয়ূষীর কাছে ইউপিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে বহু বিষয়ে প্রশ্ন করেন। আয়ূষীও যথাসম্ভব উৎসাহী পড়ুয়াদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।উল্লেখ্য সদ্য প্রকাশিত ইউপিএসসিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বরাকের এই কৃতী ও মেধাবী তরুণী কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যে সমস্ত বরাকবাসী অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত এবং আপ্লুত। কারণ এই উপত্যকা থেকে এর আগে গুরুসদয় দত্ত এবং অরুণোদয় ভট্টাচার্য সর্বভারতীয় এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করলেও এ যাবৎ কোনও মহিলা ইউপিএসসি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তাই আয়ূষীকে নিয়ে বরাকের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে একটু বেশি উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

৬ আগরতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডা. অশোক সিনহা রবিবার দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভোট প্রচারে যান। ছবি নিজস্ব।

ঢেকিয়াজুলির দুটি পরিবারকে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল বারবার পাঠাচ্ছে বিদেশি নোটিশ

ঢেকিয়াজুলি (অসম), ১২ জুন (হি.স.) : ভারতীয় নাগরিকত্বের যাবতীয় প্রমাণ দাখিল করে দু-দুবার স্বদেশি ঘোষণার পরও বিদেশি ট্রাইবুনাল বারবার পাঠাচ্ছে নোটিশ। বিদেশি ট্রাইবুনালের এ ধরনের হঠকারিতায় বেজায় বিপাকে পড়েছে শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত ঢেকিয়াজুলির দুটি হিন্দু বাঙালি পরিবার।

আর কতবার নিজেদের ভারতীয় বলে প্রমাণ দিতে হবে আদালতে? উঠেছে প্রশ্ন। রাজ্য এবং কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং দলীয় নেতারা গালভরা প্রতিশ্রুতি দেন, হিন্দু বাঙালিদের সুরক্ষা দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর। খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতা মন্ত্রীও একই দাবি দাবি করে প্রতিশ্রুতি দেন। এমতাবস্থায় অসমের একাংশ হিন্দু বাঙালিকে বিদেশি ট্রাইবুনাল রহস্যজনক এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিদেশি শনাক্তকরণের নামে ভারতীয় হিন্দু বাঙালিদের চূড়ান্ত হয়রানির মধ্য দিয়ে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ফরেনার্স ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে তৃতীয়বারের মতো ঢেকিয়াজুলির দরিদ্র একটি পরিবারের তিনজনকে বিদেশি বলে ঘোষণা করে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঢেকিয়াজুলি রাজস্ব সার্কলের অধীনে বড়সলার বালিজান কাঁসারি গ্রামে বিদেশি ট্রাইবুনাল বারবার নোটিশে পাঠিয়ে দুটি হিন্দু বাঙালি পরিবারকে চরম হয়রানি করছে।

কাশীনাথ মণ্ডল ও তাঁর ছেলে গোবিন্দ মণ্ডল বরসলার বালিজান কাঁসারি গ্রামের হিন্দু বাঙালি পরিবারের সদস্য। ২০১৬ সালে তেজপুর ফরেনার্স ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ থেকে ২৩৩/১৫ এবং ২৩২/১৫ নম্বর মামলার ভিত্তিতে নোটিশ পেয়েছিলেন। একইভাবে কাশীনাথ মণ্ডলের পত্নী নতসুন্দরী মণ্ডললকে তেজপুর বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ থেকে ২০১৬ সালে ১৪৩/১২ মামলার ভিত্তিতে নোটিশ পেয়েছিলেন। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে ভুক্তভোগী পরিবার বিদেশি ট্রাইবুনালের কাছে তাঁরা যে ভারতীয়, সে সম্পর্কিত যাবতীয় প্রামাণিক দলিল পেশ করেছিলেন। এর পর এক বছরের মধ্যে এই তিনজনকে স্বদেশি বলে ঘোষণা করে বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩।

কিন্তু, অবাক করার মতো বিষয়, এর পর ২০১৮ সালে কাশীনাথের মেয়ে বাসন্তী মণ্ডলকেও ২৮৬০/২০১৮ নম্বর মামলার ভিত্তিতে তেজপুরের বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ বিদেশি বলে নোটিশ পাঠায়। তিনিও যাবতীয় প্রামাণিক তথ্য দাখিল করলে, শুনানি ও বিচার প্রক্রিয়ার পর মাত্র দু-মাসের মধ্যে তেজপুরের বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ থেকে স্বদেশি বলে ঘোষিত হন বাসন্তী। এই-ই শেষ নয়, দ্বিতীয়বারের মতো ফের কাশীনাথ মণ্ডল তেজপুরের বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ থেকে ২২৮৯/১৩ মামলার ভিত্তিতে নোটিশ পান। কাশীনাথ এবার (দ্বিতীয়বার) দুমাসের মধ্যে স্বদেশি ঘোষিত হন।

এখানেই শেষ নয়, তৃতীয়বারের মতো দু-দুবার স্বদেশি ঘোষিত কাশীনাথ মণ্ডল ও তাঁর পত্নী নতসুন্দরী মণ্ডলকে তেজপুরের বিদেশি ট্রাইবুনাল কোর্ট-৩ বিদেশি সংক্রান্ত নোটিশ পাঠিয়েছে। তৃতীয়বার বিদেশি নোটিশ পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে মণ্ডল পরিবার। দিনহাজিরা করে জীবন নির্বাহকারী দরিদ্র এই হিন্দু বাঙালি পরিবারটি বিদেশি ট্রাইবুনালে দু-দুবার স্বদেশী ঘোষিত হওয়ার পরও সেই একই ট্রাইবুনাল থেকে বিদেশি শনাক্তকরণের নামে আবার নোটিশ পেয়ে চরম বিপাকে পড়েছে।

বিদেশির নামে বারংবার নোটিশ পেয়ে কেবল চরম হেনস্তাই নয়, সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে কাশীনাথ মণ্ডলের পরিবার। শুধু তা-ই নয়, একই গ্রামের অনিল মণ্ডল এবং অনিতা মণ্ডলকেও বিদেশি ট্রাইবুনাল দুবার দেশি ঘোষণা করা সত্ত্বেও তৃতীয়বারের মতো বিদেশির নামে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ওই সকল পরিবারের ভোটার তালিকায় কারও নামের পাশে "ডি" (ডাউটফুল বা সন্দেহজনক) লেখা নেই। এছাড়া ওই পরিবারের সব সদস্যকে এনআরসি-র চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তও করা হয়েছে। আধার, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, জমির নথি সবই আছে তাদের। এর পরও বার বার বিদেশি শনাক্তকরণের নোটিশ পেয়ে দরিদ্র এই মানুষগুলি উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ। মণ্ডল পরিবারের বক্তব্য, আর কতবার বিদেশি আদালতে তাঁদের স্বদেশি বলে প্রমাণ দিতে হবে?

ম্যালেরিয়া

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা নিতে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছালে, তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে তাদের শরীরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুজন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে জানা যায়।

মিছিল

● প্রথম পাতার পর

এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিলে তিপ্রা মথা দলের সমর্থকদের মুখে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, মন্ত্রী রামপদ জমাতিয়া এবং পাতাল কন্যা জমাতিয়া গো ব্যাক স্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। তাদের বক্তব্য বুবাগ্রাকে অপমান করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই তাদের এই প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে রাজ্য ব্যাপি। উক্ত মিছিলে তিপ্রা মথা, টিডাব্লিউএফ এবং ওয়াইটিএফ কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটির নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

করোলবাগ জুতার বাজারে আগুন ঘটনাস্থলে দমকলের ৩৯ টি ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : রবিবার ভোরে মধ্য দিল্লির করোলবাগ এলাকায় জুতার বাজারে একটি বিশাল অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর ৩৯টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

দিল্লি দমকল বিভাগের ডিরেক্টর অতুল গর্গ বলেন, 'এদিন সকাল ৪টায় গাফফার করোলবাগের জুতার বাজারে অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় এবং ৩৯টি দমকল টেন্ডার ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তবে এই ঘটনায় এখনও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায় নি। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। এমন কি আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

ঝালাওয়ারে ট্রাক ও বাইকের ধাক্কায় নিহত পাঁচ

কোটা, ১২ জুন (হি. স.) : শনিবার আসনাওয়ার থানা এলাকার ঝালাওয়ারের আকোদিয়া গ্রামের কাছে জাতীয় সড়কে একটি কন্টেইনার ট্রাক এবং একটি বাইককে ধাক্কা দিলে অন্তত পাঁচজন নিহত এবং দুজন আহত হয়েছে বলে রবিবার পুলিশ জানিয়েছে।থানা আধিকারিক হারবন্ত সিং রনধাওয়া রবিবার বলেন, কন্টেইনার ট্রাকটির সঙ্গে একটি গাড়ির সংঘর্ষের পর প্রায় ৫০ মিটার এগিয়ে বাইকে থাকা তিন যুবককে ধাক্কা দেয়। গাড়িতে থাকা যাত্রী ঝালাওয়ারের কামখেদা বালাজি মন্দির থেকে ফিরছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত পাঁচজনের মধ্যে গাড়ির দুজন এবং বাইকে থাকা তিনজন কলেজ ছাত্র রয়েছে। মৃত পাঁচজন হলেন বলরাম সেন (৫৫), দুর্গা সিং (৪৫), উভয়েই মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর জেলার গারোথ শহরের বাসিন্দা, নীতেশ পারেতা (২২), মনীশ পারেতা (২০) এবং সোনু পারেতা (২২)। আহত দুজনের নাম কমলেশ মেঘওয়াল (২৬) এবং করণ সিং (৬২)। আহতদের এক ঝালাওয়ারের এসআরজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং অপরজনকে কোটার একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট টুইটারে গিয়ে পাঁচজনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং দুর্ঘটনায় আহত দুজনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

বড়মুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে আহত হয়ে গাড়িতে থাকা চালকসহ তিনজন।প্রত্যক্ষদর্শীরা তিনজনকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক ছেড়ে দেয়। এদিকে প্রতিনিয়তই যান দুর্ঘটনা পিছু ছাড়ছেনা বড়মুড়া পাহাড় সহ বিভিন্ন এলাকায়।

এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

চেইন ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার সময় এক জন দুষ্কৃতি ঘরের মধ্যে মেঝেতে পড়ে যায়। তিনজন দুষ্কৃতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। বাকিরা বাইরে তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে যে তিন জন দুষ্কৃতি প্রবেশ করেছিল তাদের দুজনের মুখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল।

একজনের মুখ গামছা দিয়ে বাঁধা ছিল। দুস্কৃতিকারীরা বাড়িতে ঢুকে প্রথমে পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ ছিন্ন করে দেয় এবং বৈদ্যুতিক বাল্ব গুলো লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়,যাতে করে দুস্কৃতিকারীদের কেউ চিনতে না পারে। যখন দুস্কৃতিকারীরা তাণ্ডব চালাচ্ছে তখন শিক্ষকের বাড়ির লোকজনের চিৎকারে পাড়ার মানুষ এক এক করে বেরিয়ে এসে দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুললে দুস্কৃতিকারীরা ভয়ে পালিয়ে যায়। পাড়ার মানুষ দুস্কৃতিকারীদের পেছনে পেছনে পর্যন্ত অনেকটা ধাওয়া করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার জেরে পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে নূপুরকে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নন বিরোধীরা। তাঁরা নুপুর শর্মার গ্রেফতারি দাবি জানিয়েছেন। এদিকে নূপুরের অভিযোগ, তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারপরেই বিজেপি নেত্রীর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন বিজেপি নেত্রীর মন্তব্যর প্রতিবাদে রাজ্যের থানায় থানায় অভিযোগ দায়েরের পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরামর্শ মেনেই দায়ের হল অভিযোগ। ইতিপূর্বে তাঁর গ্রেফতারির দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল করেছেন তৃণমূল কর্মীরা।

পিছিয়ে

● প্রথম পাতার পর

থেকে পুতুল ঘোষ কংগ্রেসে যোগদান করেন। দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে যোগদানকারীকে দলে বরণ করে নেন নেতৃত্বরা।

মুম্বই এবং নাগপুরে ইডি অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে কংগ্রেস

মুম্বই, ১২ জুন (হি. স.) : এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ইশারায় কাজ করার অভিযোগ তুলে আগামীকাল সোমবার কংগ্রেস দলের তরফে মুম্বই ও নাগপুরে অবস্থিত ইডি অফিসের সামনে বিক্ষোভ করা হবে বলে রবিবার মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নানা পাটোলে জানিয়েছেন।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকার কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে কাজ করছে। এই কারণেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর নোটিশ জারি করেছে। তিনি বলেন, বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমন করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার প্রকাশ্যে গণতন্ত্র ও সংবিধান লঙ্ঘন করছে। সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এনসিবি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পুতুল বানিয়েছে মোদী সরকার। সারাদেশে বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছে এবং আমরা মোদী সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের কাছে মাথা নত করছি না।

পানিহাটির মেলায় ৩ জনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ মমতার

কলকাতা, ১২ জুন (হি. স.) : পানিহাটি দই-চিঁড়ের মেলায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। তীব্র গরমে মৃত্যু তিনজনের। অসুস্থ আরও ১৫ জন। তাঁদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে মমতা লিখেছেন, পানিহাটির ইসকন মন্দিরে দণ্ড মহোৎসবে তাপ ও আর্দতার কারণে তিনজন বৃদ্ধ ভক্তের মৃত্যুর খবর পেয়ে মর্মাহত। পুলিশ কমিশনার এবং জেলাশাসক ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। আহতদের সমস্ত সাহায্য করা হচ্ছে। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ত্রিপুরা কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে কৃষ্ণনগরস্থিত প্রধান কার্যালয়ে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে রবিবার। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা জানিয়েছেন, এদিন মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে বিনামূল্যে সুগার, টাইগ্লিসারিন, কোলেস্টরল সহ অন্যান্য পরীক্ষা করা হয়েছে এই স্বাস্থ্য শিবিরে। সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন তিনি। ২০০ এর অধিক মানুষ এই পরিষেবা গ্রহণ করেছেন এদিন। তিনি আরো জানান, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রায়শই এধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ছাড়াও সাধারন নাগরিকদের পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে বলেও জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ সাহা।

কংগ্রেস প্রার্থীদের ভোট দেয়ার আহ্বান ত্রিপুরা পিপলস পার্টির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ত্রিপুরা পিপলস পার্টির পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেসক্লাবে রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেন দলের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পিপলস পার্টির সম্পাদক অঞ্জন শুক্লবৈদ্য সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। আগামী ২৩শে জুন উপনির্বাচন আর উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থীর যে বিরোধী প্রার্থী রয়েছে তাদেরকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পিপলস পার্টির সম্পাদক অঞ্জন শুক্লবৈদ্য। আসন্ন উপনির্বাচনে এরাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিস্থাপন, ধর্ম নিরপেক্ষ ও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এবং সাম্প্রদায়িকতা ও উগ্র হিন্দুত্ববাদকে পরাস্ত করতে বিজেপির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহ্বান রেখেছে ত্রিপুরা পিপলস পার্টি। অঞ্জন শুক্লবৈদ্য এর কথায়, ত্রিপুরার যে চারটি কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারমধ্যে হেভিওয়েট দুটি কেন্দ্র রাজধানীর বুকে রয়েছে। যেমন ৬ আগরতলা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন সুদীপ রায় বর্মন। উনার কথায়, ওই কেন্দ্রের সম্ভাব্য বিজয়ী দল কংগ্রেসই। তাই কংগ্রেস প্রার্থীদের এদিন ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভোটপ্রচার

● প্রথম পাতার পর

এলাকার দলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস দলের প্রার্থী আশীষ কুমার সাহা রবিবার পদযাত্রা সংগঠিত করেন। পদযাত্রা থেকে কংগ্রেস প্রার্থী আশীষ সাহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

৮ বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আসিস সাহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে রবিবার পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রা আখাউড়া রোডের ত্রিবেণী সংঘ ক্লাবের সামনে থেকে শুরু হয়ে রামনগর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিলেন দলীয় প্রার্থী হাঁসের সাহাসহ কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস প্রার্থী আশিক সাহা বলেন এবারের নির্বাচন হলো গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। এই লড়াইয়ে আমাদেরকে জয়ী হতে হবে। তিনি বলেন কেন এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ ব্যাপারে গণদেবতা পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল রয়েছেন। বিগত নির্বাচনে এলাকার জনগণ তাকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছিলেন। জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি দল সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করতে পারেননি।

সেজন্য বিজেপি দল ছেড়ে তিনি পুনরায় কংগ্রেস দলে শামিল হয়ে এবারের উপ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়ে এলাকার গণদেবতা দের কাছে তিনি পুনরায় ভোট প্রার্থনা করছেন। গণদেবতা বিগত নির্বাচনের চেয়েও এবারের উপনির্বাচনে অধিক সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী করে শাসক দল বিজেপি কে যোগ্য জবাব দেবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রচারে শামিল হয়ে তিনি বর্তমান সরকারের কাজ-কর্মের তীব্র সমালোচনা করেন।

আশিষ বাবু বলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবারের উপনির্বাচনে কোন ধরনের বাইক বাহিনীর তান্ডব বরদাশ করা হবে না। ইতিমধ্যেই বাইক বাহিনীর তান্ডব পরিলক্ষিত হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার অনুরোধ জানিয়েছেন আশীর্বাদ। তিনি আরো বলেন সন্ত্রাস বন্ধ করা না হলে এসব বিষয় নিয়ে তারা নির্বাচন আধিকারিক এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবেন। ভোট করবো অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত না হলে রাজ্যের সর্বস্তরের জনগণকে নিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলে তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। উপ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রামনগর এলাকায় আশীষ কুমার সাহার সমর্থনে শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।জনগণকে কংগ্রেস প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

ট্রেনে অভিযান চালিয়ে দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে এবং একজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানা যায় যে উদ্ধারকৃত দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে মানব পাচারকারীরা পরিবারের সম্মতি ছাড়াই বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। তাদের নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নামানো হয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত ওই দুজন মেয়েকে এবং ধৃত ব্যক্তিকে অফিসার ইনচার্জ/গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ/নিউ কোচবিহারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মানব পাচারকারীর কার্যে জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি স্টেশনগুলিতে সন্দেহজনক অবস্থায় শিশুদের চলাফেরা করা, অভিভাবক ছাড়া শিশুদের একা একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য আরপিএফ-এর ট্রেন একসোর্ট পার্টি ও কর্মীদের বিভিন্ন স্টেশনে নিয়োজিত করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে "মেরি সহেলি"-র অধীনে একটি নতুন উদ্যোগ সূচনা করা হয়েছে এবং মহিলা/শিশু যাত্রীদের নিরাপত্তা/সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং যে কোনও জরুরীকালীন সময়ে ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করার জন্য দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সক্রিয় করে রাখা হয়েছে।

ক্রীড়া

বার্সা তারকার পেনাল্টি মিসে জয়বঞ্চিত নেদারল্যান্ডস

উয়েফা নেশনস লিগে নেদারল্যান্ডস-পোল্যান্ড ম্যাচটি বার্সেলোনার সমর্থকদের জন্য খুব একটা ভালো কাটেনি। নেদারল্যান্ডস দলে খেলেছেন দলটির এ সময়ের অন্যতম সেরা তারকা মেম্ফিস ডিপাই। তাঁর পেনাল্টি মিসের কারণেই যে ঘরের মাঠে জয়বঞ্চিত হয়েছে ডাচরা। তবে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পরও পোল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র করতে পারার স্বস্তি তো পেয়েছে নেদারল্যান্ডস।

ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল লুই ফন গালের নেদারল্যান্ডসের হাতে। কিন্তু ১৮ মিনিটে ২০ গজ দূর থেকে নেওয়া ম্যাটি ক্যাশের শটে পিছিয়ে পড়ে ডাচরা। ৪৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পিওতর জিয়েলিনস্কি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে ৩ মিনিটের এক ঝড়ে সমতায় ফেরে নেদারল্যান্ডস। ৫১ মিনিটে ডেভি ক্লাসেনের গোলে ব্যবধান কমায় ডাচরা। ৫৪ মিনিটে সমতাসূচক গোলটি করেন ডেনজেল ডামফ্রাইজ। এ গোলে সহায়তা করেন ডিপাই।

সমতা ফেরানোর পর আবার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় নেদারল্যান্ডস। ম্যাচ পরিসংখ্যানও সেটাই বলে। ম্যাচে ডাচদের বল দখল ছিল ৬৮ শতাংশ। গোল লক্ষ্য করে শট নিয়েছে তারা ১৭টি, যার মধ্যে ৬টি লক্ষ্যে ছিল। অন্যদিকে ৩২ শতাংশ বলের দখল রাখা পোল্যান্ড ৫টি শট নিয়ে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে ৩টি।

ম্যাচটি প্রায় একচেটিয়া খেলেও ডেলি ব্লিন্ড-ডিপাইদের গোল মিসের মহড়ার কারণে গোল পায়নি দলটি। ডাচদের ম্যাচ জেতার সবচেয়ে বড় সুযোগটি নষ্ট হয় যোগ করা সময়ে। পোল্যান্ডের পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ক্যাশের হাতে বল লাগে। ভিএআর দেখে রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। কিন্তু পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি ডিপাই। তাঁর নেওয়া শট ডান পোস্টে লেগে ফিরে আসে।নেদারল্যান্ডসের হতাশার রাতে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি আর ইতালিও। হাঙ্গেরির সঙ্গে জার্মানির ড্র ১-১ গোলে। আর ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে।হাঙ্গেরি-জার্মানি ম্যাচে দুটি গোলই হয়েছে ৯ মিনিটের মধ্যে। ৬ মিনিটে ন্যাগির গোলে এগিয়ে যায় হাঙ্গেরি। ৩ মিনিট পর হফমান সমতায় ফেরান জার্মানিকে। ম্যাচে অতিথি দল জার্মানি ৬৭ শতাংশ বলের দখল রাখলেও তাদের খেলা অনেকটাই ছিল উদ্দেশ্যহীন। গোল লক্ষ্য করে মাত্র ৬টি শটই নিতে পেরেছে তারা, যার একটিতে পেয়েছে সমতাসূচক গোলটি।

অন্যদিকে হাঙ্গেরি গোলে ১১টি শট নিয়ে ৭টি লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে।

ইংল্যান্ড-ইতালি ম্যাচে দুই দলের ফরোয়ার্ডরাই যেন মেতে উঠেছিলেন গোল মিসের মহড়ায়। ইংল্যান্ডের শুরুর একাদশে ছিলেন না হ্যারি কেইন। ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেওয়া রাহিম স্টার্লিং বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করেছেন। এর মধ্যে একবার তো তিনি বক্সের মধ্যে গোলকিপার জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি। ৬৫ মিনিটে বদলি হিসেবে মাঠে নামা কেইনও বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে ফরোয়ার্ডদের ব্যর্থতার সঙ্গে ইংল্যান্ডের গোলকিপার অ্যারন রামসডেলের দুর্দান্ত কিছু সেভ গোলবঞ্চিত রাখে ইতালিকে।

ইতালির বিপক্ষে গোল করতে না পারায় এবারের নেশনস লিগে এখনো জয়ের দেখা পায়নি ইংল্যান্ড। গ্রুপ 'এ৩'-এ ৩টি ম্যাচ খেলে একটিতে হেরেছে তারা, বাকি দুই ম্যাচে ড্র করে ২ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় সবার নিচে আছে গ্যারেথ সাউথগেটের দল। ৩ ম্যাচে একটি জয় ও দুই ড্র থেকে ৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে ইতালি।

রাহুলের সেঞ্চুরি, আশীষ সেরা চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে কসমো' চ্যাম্পিয়ন

প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। কসমোপলিটন-ই চ্যাম্পিয়ন। রাহুল হোসেনের সেঞ্চুরি, আশীষ কুমার যাদবের অর্ধশতরান ও পাঁচটি উইকেট। সঙ্গে রাজদ্বীপ দত্তের বোলিং - এই ত্রয়ীর মহিমায় কসমোপলিটন ক্লাব ফাইনাল ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছে। টুর্ণামেন্টে রেকর্ড পরিমাণ রান সংগ্রহ করেই কসমোপলিটন জয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। রাহুল হোসেন ও আশীষ কুমারের সঙ্গে দেবাশীষ সাহা ও জনক রিয়াং-এর পাশাপাশি বোলিংয়ে আশীষ-রাজদীপের যৌথ প্রয়াস কসমোপলিটনকে ২৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় এনে দিয়েছে। শান্তিরবাজার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অর্থাৎ চ্যালেঞ্জার ট্রফির ফাইনালে কসমোপলিটন ক্লাব ও ব্রু-জোয়াইন- মথৌ''র লড়াই ছিল। বাইখোরা স্কুল গ্রাউন্ডে খেলা। ৫০ ওভারের ম্যাচ। ফাইনাল ম্যাচ এবং ছুটির দিন হওয়ার কারণে মাঠে দর্শকাগমন ঘটেছিল প্রচুর। টস জিতে ব্রু- জোয়াইন- মথৌ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। মারকুটে কসমোপলিটন ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানায় প্রথমে ব্যাটিংয়ের জন্য। কসমোপলিটন শুরুতে ১২ রানে প্রথম উইকেটের পতন ঘটলেও পরবর্তী প্রতিটি ব্যাটার্সদের দৃঢ়ত পূর্ণ ব্যাটিংয়ে দলের স্কোর প্রত্যাশিত গতিতে বাড়তে থাকে। সীমিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে কসমোপলিটন ক্লাব ৩৬৪ রানের বিশাল স্কোর গড়ে তুলে। এটি চলতি টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। দলের পক্ষে রাহুল হোসেন ১১২ বল খেলে ১৩টি বাউন্ডারি সহযোগে ১০৩ রান সংগ্রহ করে নজর কেড়েছে। এছাড়া আশীষ কুমার যাদব ৩০টি বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৮ রান পায়। এছাড়া, দেবাশীষ সাহার ৪৩ রান ও জনক রিয়াং-এর ৪১ রান উল্লেখ করার মতো। প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ১৪ বলে ৩০ রান এবং রাজদ্বীপ দত্ত ২৩ বলে ২৭ রান যোগ করে দলের স্কোর যথেষ্ট সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্রু-জোয়াইন- মথৌ''র মার্কিন রিয়াং ও প্রদীপ দেববর্মা দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্রু- জোয়াইন-মথৌ প্রথমত তিন শতাধিক স্কোরের টার্গেটে খেলতে নেমে শুরু থেকেই চাপে থাকার সংকেত দেয়। দলীয় এক রান থেকে উইকেটের পতন শুরু ও শেষ পর্যন্ত ২৩.৫ ওভার খেলে শেষ পর্যন্ত ৯২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে সর্বাধিক স্কোর বলতে এন বসন্ত''র ২১ রান উল্লেখ করার মতো। কসমোপলিটন ক্লাবের অলরাউন্ডার আশীষ কুমার যাদব ২৩ রানের বিনিময়ে একাই পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া রাজদ্বীপ দত্ত পেয়েছে চারটি উইকেট, ২৯ রানের বিনিময়ে। কসমোপলিটন ক্লাব জয়ী হয় ২৭২ রানের বিশাল ব্যবধানে। এই জয়ের সুবাদে চ্যালেঞ্জার ট্রফি তথা শান্তির বাজারে সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেয়েছে। বল-ব্যাটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের নিরিখে আশীষ কুমার যাদব পেয়েছে ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপা।

অমরপুরে গ্রুপ লিগ ক্রিকেট সম্পন্ন বাখসা-কে হারিয়ে মালবাসার চমক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।।গুরুত্বপূর্ণ জয় মালবাসার। গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে দ্বিতীয় জয়। তাও ৮৫ রানের ব্যবধানে। হারিয়েছে বয়া-খা বাখসা-কে। এই জয়ের সুবাদে মালবাসা ছয় দলীয় গ্রুপ লীগ ক্রিকেট টুর্ণামেন্টে পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ নম্বরে উঠে এসেছে। বয়া-খা বাখসা ৫ ম্যাচের শেষে মালবাসা প্লে সেন্টারের মতো আট পয়েন্ট পেলেও রান রেইটের দৌলতে মালবাসা এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে। অমরপুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচ ছিল আজ। রাঙ্গামাটি গ্রাউন্ডে খেলা। ৫০ ওভারের ডে ম্যাচ ছিল। টস জিতে মালবাসা প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে মালবাসা প্লে সেন্টার ১৭৪ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে রামকৃষ্ণের ৩০ রান এবং জগৎ জমাতিয়ার ২৩ রানের চেয়েও অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ৩৪ রান উল্লেখযোগ্য। বয়া-খা বাখসার বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ৫০ রানে চারটি এবং নববীর জমাতিয়া ২৭ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বয়া-খা বাখসা শুরু থেকেই উইকেট উপহার দিয়ে ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। মাঝে দিনেশ কুমার জমাতিয়া (৪০ রান) দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটে নির্ভরযোগ্য আস্ফালন দেখালেও কার্যত স্কোর শতরানও হয়নি। সতীর্থ নববীর জমাতিয়া (১৭ রান) ছাড়া আর কেউ তেমন উইকেটে দাঁড়িয়ে রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ২৮.৩ ওভার খেলে বয়া-খা বাখসা সবকটি উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। মালবাসা প্লে সেন্টারের জগৎ জমাতিয়া ১৬ রানে চারটি, সুবন্য মোহন জমাতিয়া ২৭ রানে ৩টি উইকেট তুলে নেয়। মালবাসা প্লে সেন্টারের জয়ের পেছনে জগৎ জমাতিয়া অলরাউন্ড পারফরম্যান্স যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বয়া-খা বাখসার বিরুদ্ধে মালবাসা প্লে সেন্টার ৮৫ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে। অলরাউন্ডার জগৎ জমাতিয়া পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

আচমকাই ক্লাব ক্রিকেটে হাত ঘোরাতে শুরু করে দিলেন অশ্বিন !

ক্লাব ক্রিকেটে ফিরলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টানা দু'মাস আইপিএলে খেলার পর বিশ্রাম নয়, ইংল্যান্ড টেস্টের কথা মাথায় রেখে অনুশীলনে নেমে পড়লেন তিনি। টি-টোয়েন্টি থেকে বেরিয়ে লাল বলের খেলায় নিজেকে অভ্যস্ত করতেই এমন সিদ্ধান্ত নিলেন অশ্বিন।

রঞ্জির কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি অশ্বিনের রাজ্য তামিলনাড়ু। সেখানে খেলার সুযোগ নেই। তাই ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমে পড়লেন ৪৪২টি টেস্ট উইকেটের মালিক। ১৫ জুন ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার কথা ভারতীয় দলের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামার আগে সেখানে একটি অনুশীলন ম্যাচ খেলার কথা ভারতের। অশ্বিন তার আগে খেলতে নামলেন এমআরসি 'এ' দলের হয়ে। আইপিএল শেষ করেই তামিলনাড়ুর প্রথম ডিভিশনের সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল খেললেন অশ্বিন।

অশ্বিন বললেন, "২০ ওভারের খেলা থেকে লাল বলের খেলায় নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই এই ম্যাচগুলো খেলা। যত বয়স বাড়বে, তত বেশি খেলতে হবে, তত বুদ্ধি করে খেলতে হবে। আমি সেটাই করছি। আনন্দ করে খেলছি। ইংল্যান্ডে গিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে চাই। আমার মনে হয় ব্যাট এবং বল, দুটোতেই আমি দলকে সাহায্য করতে পারব। নিজের ফিটনেস ঠিক রাখতে চাই।"

তামিলনাড়ুর রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারাকে ব্যর্থতা হিসাবেই দেখছেন অশ্বিন। তিনি মনে করেন রাজ্য স্তরে ক্রিকেটের মানের উন্নতি প্রয়োজন। অশ্বিন বলেন, ''আমি যে সময় খেলা শুরু করেছিলাম, সেই সময় রাজ্যে ক্রিকেটের মান অনেক ভাল ছিল। আশা করব সেটা ফিরুক। ঘরোয়া ক্রিকেটে তিন থেকে চার দিনের ম্যাচ খেলা হোক পরের মরসুম থেকে।''

নাদালের ফরাসি ওপেন জয়ে হঠাৎ কালি ?

রাফায়েল নাদাল কি ডোপিং করে ফরাসি ওপেন জিতেছেন? এমনই প্রশ্ন উঠছে খোদ ক্রীড়াবিদদের থেকে। ফ্রান্সের কয়েকজন সাইক্লিস্টের তোলা এই প্রশ্নকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ফরাসি ওপেন জয়ের পরেই নাদাল জানান, পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা কমাতে ইঞ্জেকশন নিতে হয় তাঁকে। চিকিৎসক তাঁর পায়ের চোট লাগা জায়গা ইঞ্জেকশন দিয়ে অসাড় করে রাখেন। সেই ইঞ্জেকশন নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক ক্রীড়াব্যক্তিত্ব। তাঁরা সবাই সাইক্লিস্ট। তাঁদের দাবি, সাইক্লিংয়ে ব্যথা কমানোর এমন ইঞ্জেকশন নিষিদ্ধ। এই ধরনের ওষুধে এমন কিছু উপাদান থাকে, যা ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির (ওয়াডা) নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, তবে কি বিভিন্ন খেলার জন্য ওয়াডার ডোপিংয়ের সূত্র ভিন্ন? না কি নাদাল ডোপিং করেই ১৪তম ফরাসি ওপেন জিতেছেন?

ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডের পর থেকেই পায়ে ইঞ্জেকশন নিয়ে খেলেন নাদাল। ফ্রান্সের প্রথম সারির সাইক্লিস্ট গুইলাম মার্টিন প্রশ্ন তুলেছেন, ''যদি কোনও সাইক্লিস্ট এমন করত, তা হলে কী হত! সাইক্লিংয়ে এই ধরনের ইঞ্জেকশন অনেক আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ এমন ডোপিং করেছে। কারণ আমাদের খেলাটায় এরকমই একটা সংস্কৃতি বা আবহ গড়ে তোলা হয়েছে।'' কটাক্ষের সুরে মার্টিন আর বলেছেন, "সকলেই নাদালের প্রশংসা করছেন। বলছেন, তীব্র যন্ত্রণা নিয়েও কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে ও। আশা করব ইব্রাহিমোভিচও এ বার ওর হাঁটুর ব্যথার ইঞ্জেকশন নিয়ে কিছু বলবে।" মার্টিনের যুক্তি, ''সাইক্লিং এবং টেনিস প্রায় একইরকম শারীরিক পরিশ্রমের খেলা। একই রকম সহনশীলতা প্রয়োজন হয়। সুতরাং একই রকম ওষুধ কেন ডোপিংয়ের আওতাভুক্ত হবে না!''

ফ্রান্সের আরও এক খ্যাতনামী সাইক্লিস্ট থিবাট পিনোট টুইটে লিখেছেন, 'নাদাল সর্বত্রই নায়কের মর্য্যাদা পাচ্ছে। কিন্তু ব্যথা কমানোর জন্য নাদাল যা করেছে, সেটা তো আমাদের খেলায় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দুর্ভাগ্যজনক এই বিষয়টা কি নিন্দনীয় নয়? আমার কাছে বিষয়টা অত্যন্ত হতাশার।'

ফ্রান্সের সাইক্লিস্টরা নাদালের বিরুদ্ধে ডোপিংয়ের অভিযোগ তোলার চেষ্টা করলেও, তা নাকচ করে দিয়েছে ওয়াডা। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল অলিভিয়ার নিগলি বলেছেন, ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিষিদ্ধ তালিকায় নেই। ১৩টা ফরাসি ওপেন যে ইঞ্জেকশন ছাড়াই জিতেছে, ১৪তম খেতাবের জন্য তার ডোপিং করার দরকার নেই। নিগলি বলেছেন, ''নিষিদ্ধ তালিকায় সেই ওষুধগুলোকেই রাখা হয়, যেগুলো পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে

দেবাশীষের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ঐকতানকে হারালো ইয়ং ব্লাড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। সুপার আটে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ইয়ং ব্লাড ক্লাব। হারিয়েছে ঐকতান ক্লাবকে। লংতরাই ভ্যালি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুপার আটের খেলা চলছে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বুলেট ক্লাবের কাছে হারলেও আজ রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ইয়ং ব্লাড ক্লাব, ঐকতান ক্লাব-এর বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় পেয়েছে। খেলা ছিল ছৈল্যাংটায় ঘাগড়াছড়া হাই স্কুল গ্রাউন্ডে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে স্বাভাবিক প্রথায় ১০ ওভার কমিয়ে ৪০ করা হয়। টস জিতে ইয়ং ব্লাড ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার ফুরিয়ে যাওয়ার ১২ বল বাকি থাকতেই ইয়ং ব্লাড ক্লাব সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৩৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে দেবাশীষ মারাকের ৪৬ রান, ওপেনার তথা অধিনায়ক অমৃত দাসের ৩৪ রান এবং শ্যামুয়েল চাকমার ৩৩ রান দলের স্কোর অনেকটা সমৃদ্ধ করেছে। দেবাশীষ ৫২ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪৬ রান পায়। অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্তি ৪৮ রানের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ঐকতান ক্লাবের বোলার শেখর দেব ৩৮ রানে চারটি এবং সুরজিৎ সরকার ৬৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। প্রত্যুত্তরে ব্যাট করতে নেমে ঐকতান ক্লাব শুরু থেকেই উইকেট হারিয়ে প্রমাদ ডেকে আনে। মাঝে শেখর দেব (৩৬ রান) ও বিশ্বজিৎ শীল (২৭ রান) কিছুটা ভালো ব্যাট করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২২.১ ওভার খেলে ১০৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ইয়াং ব্লাড ক্লাবের দেবাশীষ মারাক ২৯ রানে চারটি এবং আর্জু দেববর্মা ৯ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। ব্যাটে-বলে দেবাশীষ মারাকের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ইয়ং ব্লাড ক্লাব সুপার আটে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। দেবাশীষ-ই পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

চেসঅলিম্পিয়াডে আরবিটার হিসেবে আমন্ত্রিত রাজ্যের প্রদীপ কুমার রায়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।।ত্রিপুরার প্রদীপ কুমার রায়-কে চেস অলিম্পিয়াডে আমন্ত্রণ। খেলার জন্য নয়, তবে আমন্ত্রণ এসেছে আরবিটার হিসেবে টুর্ণামেন্টে ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসামান্য সম্মান স্বরূপ আমন্ত্রণ। ভারতে প্রথম বারের মতো চেস অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২৭ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াড- ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন এটি। ১৯০ এর অধিক সংখ্যক দেশ থেকে ১৭৫০ জনেরও বেশি দাবাড়ু এতে অংশ নেবে। ভারতের 'চেস ক্যাপিটাল' হিসেবে বিখ্যাত চেন্নাই শহরে এবারকার এই আসর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে আরবিটার হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ত্রিপুরার সুনামধন্য জাতীয় আরবিটার প্রদীপ কুমার রায় আমন্ত্রণ পেয়েছেন। ৪৪-তম চেস অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর ভারত সিং চৌহান এক 'আরবিটার সিলেকশন' নামাঙ্কিত আমন্ত্রণপত্রে প্রদীপ কুমার রায়কে বলা হয়েছে ২৩ জুলাই তারিখে চেন্নাইয়ে মহাবলীপুরমেপুরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ রিপোর্ট করার জন্য। ড্রেসকোড গাইডলাইনেও এক্ষেত্রে মান্যতা দিতে হবে। আরবিটার-এর দায়িত্ব পালনের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের বিষয় রয়েছে। যা করানো হবে অনলাইনে, জুম মীটের মাধ্যমে। এই অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম ২৯ জুন থেকে শুরু হয়ে চলবে ৩ জুলাই পর্যন্ত। তবে এর আগে অবশ্যই ২০ জুনের মধ্যে ই-মেইলে তা কনফার্ম করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আরবিটার প্রদীপ কুমার রায়কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং নির্দেশাবলী সহ তার আমন্ত্রণ পত্রে ফিডে চেস অলিম্পিয়াড টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দনও জানানো হয়েছে।

ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড রেফারি প্রদীপ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ম্যাচ ফিক্সিং কাণ্ডে জড়িত রেফারি প্রদীপ দাসকে ছয় মাসের জন্য বরখাস্ত করলো রাজ্য রেফারি সংস্থা। জানালেন রাজ্য রেফারিজ সংস্থার সচিব নারায়ণ দে। এই ম্যাচ ফিক্সিং নিয়ে ফলাও করে খবর সম্প্রচারিত হয়েছিল বেশ কয়েকদিন পূর্বে। পুরো তথ্য তুলে ধরা হয়েছিল কিভাবে প্রদীপ দাস ম্যাচ ফিক্সিং করেছিলেন। অবশেষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলো রাজ্য রেফারি সংস্থা।

এই ছয় মাস একদমই চুপ মেরে বসে থাকতে হবে বরখাস্ত রেফারি হিসেবে প্রদীপ দাশকে। রাজ্যের কোথাও এই সময়ে তিনি ম্যাচ পরিচালনা করতে পারবেন না। যদি লুকিয়ে করে থাকেন আর এই খবর টি আর এ পেয়ে যায়, তবে তার শাস্তি আরো কঠোর হবে বলেই জানালেন সচিব নারায়ণ দে। এই প্রদীপ দাস ধর্মনগর ফুটবল এসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা রাজ্য রেফারি সংস্থার সহ সভাপতি ছিলেন। একদম ভালো ভাবেই এবার মুখ পুরলো তার। আর মনে থাকলে এই রেফারি ম্যাচ ফিক্সিং এর কথা ভাববেন ও না। সিধান্তটা আরো আগেই নেওয়া দরকার ছিল টি আর এর। দেরি হয়ে গেল। এরপর ও সিধান্ত নিলো রাজ্য রেফারি সংস্থা।

রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন রাজবীর,আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য সেরা হলো রাজবীর আহমেদ এবং আর্শিয়া দাস। রবিবার এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতা। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে। তাতে বালক বিভাগে ১৮ জন এবং বালিকা বিভাগে ৭ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। বালক বিভাগে হয় ৫ রাউন্ডের খেলা। তাতে ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজবীর আহমেদ। সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থান দখল করে যথাক্রমে অভিজ্ঞান ঘোষ, দেবাংকুর ব্যানার্জি, অগ্রজিৎ পাল এবং শাক্য সিংহ মোদক। অনূর্ধ-১৭ আসরের পর বালিকা বিভাগে অনূর্ধ-১৯ আসরেও অপরাজিতভাবে রাজ্য সেরা হয়েছে বিষ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস। দাবাড়ুর সংখ্যা কম থাকায় ৩ রাউন্ডের হয় প্রতিযোগিতা। তাতে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর্শিয়া। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করে একান্তিকা সরকার, ২ পয়েন্ট পেয়ে শ্রেয়শী সাহা তৃতীয় , দেড় পয়েন্ট পেয়ে আকৃতি দেবনাথ চতুর্থ এবং ১ পয়েন্ট পেয়ে আঙ্কিতা সরকার পঞ্চম স্থান দখল করে। খেলা পরিচালনা করেন অনুপম ভট্টাচার্য এবং মিঠুন পাল। ১২-২০ জুলাই মহারাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতা। রাজ্য আসরে দুই বিভাগে প্রথম দুই স্থানাধিকারী দাবাড়ু জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো।

অর্না বিজয়ের আরও পদক জয় ত্রিপুরার ঝুলিতে ৭ পদকের সমাহার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। অর্না-ই বাজিমাৎ করেছে। ত্রিপুরার ঝুলিতে আরও একটি পদক এসেছে। হরিয়ানার পঞ্চকুলায় খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমসের নবম দিনে ত্রিপুরা আরও একটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। ট্র্যাডিশনাল গেমস কালারি পায়াট্টু থেকে শেষ পদকটি এনে দেয় অর্ণা বিজয়। এই ইভেন্টে অর্ণা সব মিলিয়ে একটি রৌপ্য ও দুটি ব্রোঞ্জ পদক পেলো। ত্রিপুরা আসরে মোট সাতটি পদক পেয়েছে। এর আগে জিমন্যাস্টিক্স থেকে দুটি স্বর্ণ ও থাং-তা থেকে দুটি ব্রোঞ্জ পদক ত্রিপুরা পেয়েছিল। জুডোতে মেয়েদের ৬৩ কেজি বিভাগে দেবরী ডার্লং ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে স্বাগতিক হরিয়ানার জুডোকার কাছে পরাজিত হয়। ছেলেদের বিভাগে কিশোর প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে যায়। সাঁতারে ছেলেদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রীলেতে রাজ্যদল সপ্তম স্থানে শেষ করলেও ভাল সময় করেছে। নেগবর, প্রশান্ত, নয়ন ও জাহির সময় করে ৪ মিনিট ০১.০৪ সেকেন্ড।

ফের বাড়ল দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ, আক্রান্ত ৮,৫৮২ জন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : লাগাতার যেভাবে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে তাতে দেশে করোনার চতুর্থ ঢেউয়ে আশঙ্কাই মাথাচাড়া দিচ্ছে। নতুন করে দেশের প্রায় সব প্রান্তেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষ করে মুম্বই, দিল্লির মতো শহরে হু হু করে আক্রান্ত বাড়ছে।

রবিবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ৫৮২ জন। এই নিয়ে পরপর দু'দিন দেশের দৈনিক আক্রান্ত ৮ হাজারের বেশি। বর্তমানে দেশে করোনার অ্যাকটিভ কেস ৪৪ হাজার ৫১৩ জন। যা গতকালের থেকে ৪ হাজার ১৪৩ জন বেশি। রিপোর্ট বলছে, একদিনে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন। এই সংখ্যাটাই খানিকটা স্বস্তির। দেশে এখনও পর্যন্ত কোভিডে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৬১ জন।

করোনার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যার পাশাপাশি সুস্থতার হারও চিন্তাজনক। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৪৩ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মাত্র ৪ হাজার ৪৩৫ জন। সুস্থতার হার কমে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৬৮ শতাংশ।এখনও পর্যন্ত দেশে ১৯৫ কোটি ৭ লক্ষের বেশি ডোজ করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে।

এসএফআই তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। আজ তেলিয়ামুড়া সিপিআইএম বিভাগীয় কার্যালয়ের হল গৃহে অনুষ্ঠিত হলো ভারতের ছাত্র ফেডারেশন তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির চতুর্থ বিভাগীয় সম্মেলন। প্রথমেই সংগঠনের পতাকা উত্তোলন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং এক মিনিট নিরবতার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয় সম্মেলনের প্রথম দফার কাজ।

পরবর্তী সময়ে দলীয় অফিসের হল গৃহে শুরু হয় সম্মেলনের মূল কাজ। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। বিগত দিনের সংগঠনের কার্যাবলী আগামী দিন সংগঠনকে কিভাবে মজবুত এবং আরও বেশি শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা এবং সমালোচনা হয় সম্মেলনে। বিভাগীয় কমিটির অন্তর্গত প্রত্যেকটি ইউনিট কমিটির থেকেই এই প্রতিবেদনের ওপর গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে তেলিয়ামুড়া বিভাগীয় কমিটির অন্তর্গত নয়টি অঞ্চল কমিটি থেকে ১১৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বলেন প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এই বিভাগীয় সম্মেলন করা হয় রাজ্যের প্রত্যেকটি বিভাগে। এই সম্মেলনের দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হবে। বর্তমানে দেশ ও রাজ্যের শিক্ষার যে পরিস্থিতি মানুষের জীবন-জীবিকার মান নিম্নমুখী সে বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা হবে এ সম্মেলনে। এবং এই সম্মেলন থেকে নতুন কমিটি গঠন করে আগামী দিনে শিক্ষার মানোন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সন্দীপন দেব গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব হেমন্ত কুমার জমাতিয়া ও সুবীর সেন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সম্মেলন শেষে ৩৪ জনকে নিয়ে নতুন বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয় যার সম্পাদক হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন প্রদীপ সরকার নতুন সভানেত্রী হিসেবে মনোনীত হন মন্দাক্রান্তা নাথ চৌধুরী।

বিশালগড়ে বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুন।। দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গৌরবময় ৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে রবিবার বিশালগড় মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে ঘনিয়ামারায় এক সুবিশাল মহামিছিল করে এক জন সমাবেশ করা হয়।উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি শাহলম মিয়া, সংখ্যালঘু ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাপস মজুমদার,রাজ্য কমিটি সম্পাদক জসিম উদ্দিন , সিপাহীজলা জেলা (উত্তর) এর সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক এবং বিশালগড় মন্ডল প্রভারি অমল দেবনাথ,বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব এবং বিশালগড় মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি ফেরদৌস মিয়া , এছাড়াও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং বিজেপির কার্যকর্তারা। সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত সুবিশাল মিছিলটি কড়ইমুড়া বাজার থেকে শুরু হয়ে ঘনিয়ামারা চৌমুহনীতে গিয়ে জনসভায় মিলিত হয়। সভায় উপস্থিত বক্তারা বিজেপি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তাছাড়া মাইনোরিটি অংশের জনগণের জন্য বিজেপি সরকার কি কি প্রকল্প নিয়েছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ রাজ্যে কোন সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার হয়নি। কিন্তু বিরোধীরা বরাবরই এই বলে সংখ্যালঘু দের ভয় দেখিয়ে আসতেন। তাছাড়া তিন তালাক যেটা মুসলিম মায়েদের কাছে অভিশাপ ছিল।তা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুসলিম মায়েদের মুক্তি দিয়েছেন। জনসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

ভোট প্রচারে কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বর্মন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মন এর সমর্থনে রবিবার নয়নিয়া মুড়া এলাকায় ভোট প্রচারের সামিল হন দলীয় নেতাকর্মীরা ।কংগ্রেসের অন্যতম লড়াকু নেতা সুদীপ রায় বর্মনকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে রবিবার নয়নিয়ামুড়া এলাকায় ভোট প্রচারের সামিল হন কংগ্রেস দলের নেতাকর্মীরা। এদিন ভোট প্রচারে গিয়ে গনদেবতাদের কাছে তারা সুদীপ রায় বর্মন এর সমর্থনে ভোট প্রার্থনা করেন। দলীয় নেতাকর্মীরা সারাবছর এলাকার মানুষের পাশে থাকেন। এলাকার জনগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে অবগত রয়েছেন। বছরের প্রতিটি দিন মানুষের সুখ-দুঃখের সাথি হল কংগ্রেস। উপনির্বাচনেও কংগ্রেস দলের প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে গণ দেবতারা দুহাত ভরে আশীর্বাদ করবেন বলে তারা আশা ব্যক্ত করেন। প্রতিপক্ষ শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট প্রচারে গিয়ে কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করেছেন তারা বাহুবল এবং অর্থ দিয়ে মানুষকে কিনে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিবেকবান ভোটাররা এ ধরনের প্রলোভনে নিজের ভোট বিজেপিকে দেবেন না বলে তারা আশা ব্যক্ত করেছেন। এবারের নির্বাচনেও কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ রায় বর্মনকে বিপুল ভোটে জয়ী করে জনগণের সেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তারা আবেদন জানিয়েছেন। এবারের উপনির্বাচনে কেন হচ্ছে এলাকার জনগণ তা ভালোভাবেই জানেন বলেও কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই উপনির্বাচনেও কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের কেই তারা বিপুল ভোটে জয়ী করে শাসক দলকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবেন বলেন কংগ্রেস মনে করে।

মহারাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : আগামী ১৪ জুন একদিনের সফরে মহারাষ্ট্রে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি পুনেতে জগৎগুরু শ্রীশান্ত তুকারাম মহারাজ মন্দির এবং মুম্বইয়ে জলভূষণ ভবন এবং বিপ্লবী গ্যালারির উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও তিনি গুজরাটি দৈনিক "মুম্বই সমাচার"-এর ২০০তম বার্ষিকী উদযাপনে অংশ নেবেন। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী ১৪ জুন মহারাষ্ট্র সফর করবেন। দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে পুনের দেহুর জগৎগুরু শ্রীশান্ত তুকারাম মহারাজ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। বিকেল সোয়া ৪টার দিকে মুম্বইয়ের রাজভবনে জলভূষণ ভবন এবং গ্যালারি অফ রেভল্যুশনারির উদ্বোধন করবেন। এরপর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী মুম্বইয়ের বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সে মুম্বই সমাচারের দ্বিশতবর্ষ উৎসবে অংশ নেবেন।প্রধানমন্ত্রী পুনের দেহুতে জগৎগুরু শ্রীশান্ত তুকারাম মহারাজ মন্দিরের উদ্বোধন করবেন। সন্ত তুকারাম ছিলেন একজন বারকারী (তীর্থযাত্রী) সাধক ও কবি। তিনি দেহুতে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর পর একটি শিলা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগ দেবে শিবসেনা

মুম্বই, ১২ জুন (হি. স.) : দেশে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা ১৫ জুনের বৈঠকে শিবসেনার কিছু বিশিষ্ট নেতা অংশ নেবেন বলে রবিবার শিবসেনার মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে এই বৈঠকের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন না মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন সাংবাদিকদের তিনি বলেন, গতকাল সোনিয়া গান্ধী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে শরদ পাওয়ার সহ বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এর আগে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিবসেনা সহ অ-বিজেপি দলগুলির নেতা ও মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। এই আমন্ত্রণটি মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছেও এসেছে, তবে ইতিমধ্যেই নির্ধারিত সময়সূচির কারণে মুখ্যমন্ত্রী সভায় উপস্থিত হতে পারবেন না। তবে বৈঠকে শিবসেনার একজন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১২ জুন।। রবিবার নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতে বার্ষিক বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান পালন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল দিলীপ রায় সহ একাডেমির অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নরসিংগড় স্থিত ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। তাদের হাতে দিয়েও এদিন বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে। প্রতিবছরই একাডেমীর পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে বলে জানিয়েছেন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল। তিনি আরো জানিয়েছেন, গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে ১০৭৫ টি গাছ লাগানো হয়েছিল। তারমধ্যে অনেক দেখভালের পর প্রায় ৩৬ শতাংশ গাছ কে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। বৃক্ষরোপণ আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। প্রতিদিনের জীবন থেকে কিছুটা সময় বের করে বৃক্ষরোপণ অথবা গাছের পরিচর্যা করে আগামী ভবিষ্যতের জন্য পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার আহ্বান রেখেছেন তিনি এদিন। তিনি আরো বলেন, শুধু বৃক্ষরোপণ করা শেষ কথা নয়, গাছ লাগানোর পর সেগুলো সঠিক পরিচর্যা করতে হবে। না হলে এদিন ব্যর্থতায় পরিণত হবে। কেননা বৃক্ষ রোপন করার পর গাছের পরিচর্যা না করা হলে সেই গাছ গুলিকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেকে যেন বৃক্ষ রোপন করে আর গাছের প্রতি যত্নবান হন তার আহ্বান করা হয় এদিনের অনুষ্ঠান থেকে।

১২ ঘন্টার অভিযান শেষে পুলওয়ামায় নিকেশ তিন লস্কর জঙ্গি

পুলওয়ামা, ১২ জুন (হি. স.) : অবশেষে জঙ্গি নিধনে ১২ ঘন্টার অভিযান শেষে বড় সাফল্য পেল কাশ্মীর পুলিশ। পুলওয়ামায় পুলিশের গুলিতে খতম হল তিন লস্কর জঙ্গি। শনিবার রাত থেকেই পুলওয়ামার ড্রাবগাম এলাকায় পুলিশ-জঙ্গি গুলির লড়াই বাধে। ১২ ঘন্টা ধরে চলা ওই অভিযানে শেষ পর্যন্ত তিন জঙ্গিকে নিকেশ করে কাশ্মীর পুলিশ। টুইটে কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, এনকাউন্টারে জুনেইদ শেরগোজরি, ফাজিল নাজির ভাট এবং ইরফান মালিক নামে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। এরা সবাই লস্কর-ই-তইবার সদস্য। এনকাউন্টারস্থল থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। মিলেছে ২ টো একে-৪৭ রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড এবং কয়েক রাউন্ড তাজা গুলি। এদের মধ্যে জুনেইদ শেরগোজরি কাশ্মীর পুলিশ রিয়াজ আহমেদ খুনে জড়িত ছিল। গত ১৩ মে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয় রিয়াজের। বাকি দুই জঙ্গি ফাজিল ও ইরফান পুলওয়ামারই বাসিন্দা। উপক্যতায় জঙ্গি কার্যকলাপ রোধে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। শনিবারই বারামুল্লায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দুই জঙ্গি।

পানিহাটির দই-চিঁড়ের মেলায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায় মৃত্যু ৩ জনের, আহত ১৫ জন

বারাকপুর, ১২ জুন (হি. স.) : পানিহাটির মহোৎসব তলা ঘাটে দই-চিঁড়ের মেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রবিবার সকালে মেলায় এসে প্রচণ্ড গরমে মৃত্যু হল তিনজনের। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলা। এই ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও ১৫ জন। তাদের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরওদুইজন। দুর্ঘটনার পর মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্য মেলাও বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। গরম আর ভিড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় জানা গিয়েছে।

সুভাষ পাল (৬৬) এবং শুক্লা পাল (৬২)। তারা মেলা প্রাঙ্গনের পাশে ফ্ল্যাটে থাকতেন। গুরুতর অসুস্থ আরও দুইজন। তাঁরা খড়দহের বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও অনেকে। মেলার প্রাথমিক স্বাস্থ্য ক্যাম্পে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশকর্মীরা। ঘটনাস্থলে আসেন সিপিও। দ্রুত মেলা প্রাঙ্গন খালি করে দেওয়ার চেষ্টা চলে। মন্দিরের মূল ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর্যন্ত মেলাস্থলে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীরা প্রবেশ করছেন। মেলা বন্ধ করা হয়নি। যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বিধায়ক নির্মল ঘোষও। তিনি জানিয়েছেন, "প্রচণ্ড গরমে ১৫ জন পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।"

উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা অব্যাহত, গ্রেফতার ৩০৪ জন

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : জুমার নমাজের পর হিংসা ছড়ানোর ঘটনায় দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ। এ পর্যন্ত বিভিন্ন শহর থেকে ৩০৪ জন দুস্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (আইনশৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানান, যে সব জেলায় অশান্তি হয়েছে। পুলিশ এখন ওই দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রয়াগরাজ থেকে ৯১ জন, সাহারানপুর থেকে ৭১ জন, হাতরাস থেকে ৫১ জন, আম্বেদকরনগর এবং মোরাদাবাদ থেকে ৩৪ জন করে, ফিরোজাবাদ থেকে ১৫ জন, আলিগড় থেকে ৬ জন, জালাউন থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোট ১৩টি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রয়াগজ, সাহারানপুর তিনটি করে এবং অন্যান্য শহরগুলিতে একটি করে মামলা নথিভুক্ত করেছে। দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই দোষীদের রেহাই দেওয়া হবে না।

কাবুলে গাড়ি বিস্ফোরণে হত ৬

কাবুল, ১২ জুন (হি. স.) : আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত ছজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার পূর্ব কাবুলের আহমদ শাহ বাবা মিনা এলাকায় এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি গাড়িতে বোমা রাখা হয়েছিল।

যদিও হামলার দায় এখনো কেউ স্বীকার করেনি।

টানা ২১ দিনে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১২ জুন (হি. স.) : দেশের তেল বিপণন সংস্থাগুলি টানা ২১ তম দিনে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রেখে রবিবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম পরিবর্তন করেনি। যদিও আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলারের উপরে চলে গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে আজ পেট্রোলের দাম ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেলের প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ১১১.৩৫ টাকা এবং ৯৭.২৮ টাকা প্রতি লিটার। কলকাতায় পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৪ টাকা।

গত ২৫ মে সাধারণ মানুষকে একটি বড় স্বস্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর আবগারি শুল্ক যথাক্রমে ৮ টাকা এবং ৬ টাকা প্রতি লিটার কমানোর ঘোষণা করেছিল। এই কারণে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৯.৫ টাকা এবং ৭ টাকা কমেছে।

আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজে স্বাস্থ্যশিবির করার দাবী উঠেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ জুন।। প্রত্যন্ত গ্রাম পাহাড়ে চিকিৎসা পরিষেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাভাবে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসছে না চিকিৎসালয়ে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহকুমা মুঙ্গিয়াকামীপ্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অধীন বিভিন্ন পাহাড়ি জনপদ গুলিতে। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনস্থ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে। ঐসকল এলাকাগুলিতে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার মুখ থুবরে রয়েছে তেমনি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত একাধিক পাহাড়ী জনপদ এলাকা। প্রত্যন্ত এলাকা গুলির মধ্যে আঠারমুড়া এডিসি ভিলেজের ৪৩ মাইল এলাকার বিলাধন চৌধুরীপাড়া, চৌরাতন পাড়, ত্রিপুরা বস্তি, ৪৫ মাইল এলাকায় সহ কুমারায়পাড়া, পিজিপি কলোনি, কৃষ্ণমণি চৌধুরী রিয়াং পাড়া, বিলাইকাং, খাকলাই সহ বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা এক প্রকার স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। ওই এলাকাগুলিতে বিশেষ করে ৪৫ মাইল, কুমারায়পাড়া, বিলাইকাং, কৃষ্ণ মনি রিয়াং চৌধুরীপাড়া নেই কোনো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।ফলের স্বাস্থ্য পরিষেবার থেকে পিছিয়ে রয়েছে ওই সকল এলাকা গুলির বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা। জানা গেছে,ঐসকল এলাকার মানুষজনরা মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উপর ভরসা হারিয়ে চিকিৎসার পরিসেবা নিতে চলে যাচ্ছে ধলাই জেলার আমবাসায়। এদিকে জল বাহিত বিভিন্ন রোগ এর পাশাপাশি ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ঐ সকল এলাকাগুলিতে। ঐ সকল এলাকা গুলির বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষদের প্রতি বছরই একটি দাবি থাকে স্বাস্থ্য দপ্তরে উদ্যোগে যেন স্বাস্থ্য শিবির এর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তরফ থেকে এই মৌরসুমে স্বাস্থ্য শিবির করার কোন উদ্যোগ নেয়। ফলে বিনা চিকিৎসায় বছরের পর বছর বেঁচে থাকার সংগ্রামে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে ঐ সকল এলাকাগুলিতে বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষেরা জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বনের লতাপাতা কিংবা লাকড়ি সংগ্রহ করে। ঐ সকল এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন এরা আর্থিক ভাবে খুবই দুর্বল থাকার কারণে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা নিতে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক হাসপাতালে আসেন।মুঙ্গিয়া কামি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসার চেয়ে আমবাসায় গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে খরচা কম।তাই তারা মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে স্বাস্থ্যপরিসেবা নিতে অনীহা প্রকাশ। এদিকে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তরফ থেকে ঐ সকল এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য শিবির করা হয় না বলে অভিযোগ। এলাকা বাসীদের দাবিমুঙ্গিয়াকামী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তরফ থেকে যেন ন্যূনতম একটি স্বাস্থ্য শিবির করা হোক ওই এলাকাগুলোতে। অভিযোগ মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক অনিতা দেববর্মা স্বাস্থ্য শিবির নিয়ে কোন উদ্যোগ দেখান না।অনেক সময় বিনা চিকিৎসায় মরণব্যাধি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হচ্ছে একাংশ জনজাতি অংশের মানুষদের। আর তাতে করে ঐ সকল এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্যপরিসেবা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

সরকারের অভিমুখ হলো অন্তিম অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করা : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুন।। কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ পেঁচারথল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক মেগা প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পেঁচারথল বিএসির চেয়ারম্যান সজল চাকমা। শিবিরে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি, স্বাস্থ্য, শ্রম, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন, জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র, চাইল্ড লাইন, শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, স্বচ্ছ ভারত মিশন, জনজাতি কল্যাণ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, ক'ষি, মহকুমা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন সহ মোট ১৬টি স্টল খোলা হয়। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রকল্পগুলির পরিষেবা জনগণকে প্রদান করা হয়। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে মেডিসিন, স্ত্রী রোগ ও নাক কান গলার বিশেষ' চিকিৎসকগণ রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন।

মেগা প্রশাসনিক ও স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, এই মেগা শিবিরের মাধ্যমে এ অ'লের বিশেষ করে গরীব অংশের মানুষ বিশেষভাবে উপক'ত হবেন। তিনি বলেন, সরকারের অভিমুখ হলো সমাজে গরীব, অন্তিম অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করা। তিনি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলা। মহিলাদের অর্থনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তিনি আগামীদিনেও জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন। শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঊনকোটি জেলাশাসক ইউ কে চাকমা বলেন, নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা দিতে জেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ১৪ হাজারের উপর ঘর দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে পেঁচারথল ব্লকে ২ হাজারের উপর ঘর দেওয়া হয়েছে। পিএম কিষাণ যোজনায় জেলায় ১৫ হাজারের উপর ক'ষককে বছরে ৬ হাজার টাকা করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা শাসক সুব্রত ভ-াচার্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা জনজাতি কল্যাণ আধিকারিক নবকুমার জমাতিয়া, এসডিপিও গমনজয় রিয়াং, সমাজসেবী দেবাশীষ দাস।

শিবিরে মন্ত্রী সান্তনা চাকমা সহ অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে গ্যাসের চুল্লি, বিভিন্ন বিদ্যালয়কে কম্পিউটার সেট, সুবিধাভোগীদের পাম্প সেট, ট্রাই সাইকেল সহ চলন সামগ্রী, রেশন কার্ড, ই-শ্রম কার্ড, পিআরটিসি, ওবিসি, এসটি, দিব্যাঙ্গন সার্টিফিকেট তুলে দেন। শিবিরে সচেতনতামূলক প্রচারের অঙ্গ হিসেবে জল জীবন মিশন, বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে এবং আয়ুমান ভারতের উপর তিনটি নাটক ম'স্থ করা হয়।

তাছাড়াও মেগা শিবিরে ১৮৪টি পিআরটিসি, ৬৭টি এসটি, ৬৯টি ওবিসি, ৪টি এসসি, ৫টি ম্যারেজ সার্টিফিকেটের আবেদন গ্রহণ করা হয়। শিবিরে ৭৮টি ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ৫২ জন রোগীর চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে ১,২৭৪টি প্রাণীর চিকিৎসা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাণীপালকদের দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।